ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 October 2022 ■ আগরতলা ৩১ অক্টোবর, ২০২২ ইং ■ ১৩ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় ছট পূজা পালিত হয় আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

রাজ্য পুলিশের ১৬৭ জন এসআই ও ইনস্পেক্টর বদলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি অভিযোগ যখন রীতিমতো রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সহ সাধারণ মানুষ তুলতে শুরু করেছে, তখন রাজ্য পুলিশের বড়সড় রদবদল হয় রবিবার। এদিন মোট ১৬৭ জন সাব ইন্সপেক্টর এবং ইনেসপেক্টরকে রদবদল করা হয়েছে।

তবে অধিকাংশ থানা স্তরের পুলিশ অফিসারকে জেলাস্তরে বদলি করা হয়েছে। এডহক পদোন্নতির পর এটা বড়সড় রদবদল বলা যায়। কারণ এডহক পদোন্নতিতে দেখা যায় বহু জুনিয়র সাব ইন্সপেক্টর স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে পরীক্ষায় বসে যোগ্যতা বিচার ছাড়াই ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়ে গেছেন।

শুধু তাই নয় রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ থানার ওসির দায়িত্ব পেয়ে গেছেন তারা। যার ফলে সেসব অফিসারেরা বহু মামলা সঠিকভাবে চার্জশিট তৈরি করতে পারছে না। আসামীদের গ্রেফতার করতে কাল ঘাম ছুটছে তাদের। আবার বহু অফিসার বাম আমল থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু ঘিরে ধুন্ধুমার, গ্রেপ্তার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। চিকিৎসকের গাফিলতিতে প্রসবের সময় নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ। অপরদিকে গর্ভবতী মহিলা নাবালিকা হওয়ায় শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় মৃত্যু হয়েছে শিশুর বলে অভিমত চিকিৎসকের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভাংচুর চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার পাঁচজন। ঘটনা মহকুমা হাসপাতালে।

মৃত নবজাতকের পরিবারের লোকেদের অভিযোগ শনিবার সন্ধ্যায় বিশালগড় ২ নং গেট এলাকার মিঠুন দাসের স্ত্রী রবিনা দাসের প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে তাকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। তখন হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক রবিনা দাসকে তড়িঘড়ি ডেলিভারি ওয়ার্ডে নিয়ে যায়। ফুটফুটে একটি ছেলে সন্তানের জন্ম দেয় রবিনা দাস। তারপর নবজাতক শিশু কোন সাড়া না দেওয়ায় চিকিৎসক শিশুকে অক্সিজেন দেয় এবং তার শরীরে তাপ দেয়। দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন চেষ্টার পর নবজাতককে হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেয়।

কিন্তু হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক জানায় দীর্ঘক্ষণ আগেই নবজাতকের মৃত্যু হয়ে গেছে, আরও আগে হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে হয়তো বাঁচানো সম্ভব হতো। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকের গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। এতে পরিবারের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। অপরদিকে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সৌম্য কান্তি সিনহার অভিযোগ গর্ভবতী মহিলা নাবালিকা হওয়ায় সন্তান প্রসবের সময় জটিলতা দেখা দেয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ধর্ষণ তিনমাসের গর্ভবতী কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। গত ১২ দিনে রাজ্যে চারটি ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ ওঠার পর উত্তপ্ত পরিস্থিতি প্রশমিত হওয়ার আগেই আবারো এক ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক অনাথ নাবালিকার পক্ষ থেকে। অনাথ নাবালিকা মেয়েটিকে জেঠতুর্তো ভাই ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ।

বর্তমানে ১৭ বছরের নাবালিকা মেয়েটি তিন মাসের গর্ভবতী। এই ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে আগরতলা জিবি ৭৯ টিলা স্থিত হরিজন কলোনী এলাকায়। নাবালিকা মেয়েটির অভিযোগ তাকে তার জেঠিমনি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ভাইকে দিয়ে লালসা মিটিয়েছে। অভিযুক্ত যুবক লক্ষণ দাস আইজিএম হাসপাতালের এক্স -রে কর্মী ছিলেন। বর্তমানে তিনি কুমারঘাট হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন বলে জানা যায়। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে নাবালিকা মেয়েটি শারীরিকভাবে অস্বস্তি বোধ করলে ছুটে যায় অভয়নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। গর্ভবতী হওয়ার বিষয় জানতে পেরে জিবি ফাঁড়ির পুলিশের দ্বারস্থ হয়।

কিন্তু জিবি পুলিশ ফাঁড়িতে এসে অভিযুক্ত যুবকের আপন বোন নাবালিকা মেয়েটিকে মারধর করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় নাবালিকা মেয়েটি পূর্ব মহিলা থানায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসার জন্য বহির্রাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা কমছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের প্রতিদিনের নিত্য কাজের বাইরে সমাজের প্রান্তিক স্তরে গিয়ে মানুষের উপকারে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। মানুষকে মনোরোগ সম্পর্কে অবহিত করা দরকার। এতেই সমাজের প্রকৃত কাজে আসা সম্ভব।

আজ আগরতলার গোর্খাবস্তিস্থিত মাণিক্য এনক্লেভে ইণ্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখা আয়োজিত ২২তম বার্ষিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের সমাজের প্রতি দায়িত্ব অনেক বেশি। মনোরোগ বিশেষ'গণ যেন মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন। কারণ শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিকভাবেও সুস্থতা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করার ক্ষেত্রে ড্রাগস বা নেশা একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক দিক। রাজ্যে বর্তমান সরকার নেশার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। পাশাপাশি নেশার বিরুদ্ধে জনসচেতনতাও গড়ে তোলা হচ্ছে। সরকার এই স্পর্শকাতর বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন পদক্ষেপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেনাপাওনা নিয়ে বিবাদের জেরে উদয়পুরে মাথা ফাটল এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। রাতের অন্ধকারে রক্তাক্ত হলো শহর উদয়পুর। আহত হল এক ব্যক্তি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, নিশি দাস নামে উদয়পুর গিরিধারী পল্লী এলাকার বাসিন্দা শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ গকুলপুর এলাকার বাসিন্দা রাজীব নামে এক ব্যক্তির সাথে ১০০ টাকা নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। একটা সময় ঝগড়া বিবাদ এতটাই বেড়ে যায় রাজীব নিশিকে মোবাইল দিয়ে আঘাত করে মাথায়।

মোবাইলের আঘাতে নিশির মাথা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় গুরুতর আহত দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। অ্যাম্বুলেন্সর ধাক্কায় বাইক সহ রাস্তায় ছিটকে পড়ে দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত স্বামী-স্ত্রী। ঘটনা শনিবার গভীর রাতে চড়িলাম ছেচুড়ীমাই স্কুল সংলগ্ন সড়কে।

ঘটনার বিবরণ জানাজায় শনিবার গভীর রাতে বাইক নিয়ে ছেচুড়ীমায় শ্বশুরবাড়ি থেকে মোহাম্মদ হানিফ ও উনার স্ত্রী রিনা বেগম চড়িলাম উত্তর মুড়া যাওয়ার পথে ছেচুড়ীমাই স্কুল সংলগ্ন সড়কে উদয়পুর থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগামী অ্যাম্বুলেন্স মোহাম্মদ হানিফের বাইকে ধাক্কা মারে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ২৪ ◘ ৩১ অক্টোবর ২০২২ ইং ◘ ১৩ কার্তিক ◘ সোমবার ◘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

উন্নত মানসিকতা চাই

যে কোন দেশের কিংবা রাজ্যের অথবা প্রদেশের সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। সরকারের গৃহীত সেইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার এবং আমলাদের। তাহারা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে সরকার গৃহীত পরিকল্পনা কোনদিন এই সফল হইবে না। জনগণ তাহার সুফল ভোগ করিতে পারিবেন না। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়াররা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বলিয়াই দেশ , রাজ্য ও সমাজ উন্নত হইতে উন্নততর পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। এই তাৎপর্যপূর্ণ দিনে ইঞ্জিনিয়ারদের যেমন গর্বের দিন ঠিক তেমনি তাহাদেরকেও আজকের দিনে আত্ম অনুসন্ধান করিতে হইবে। দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তাহাদেরকে আরো যত্নবান হইতে হইবে।দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়ণ মানুষের দ্বারাই সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। যাহারা দায়িত্ববান তাহারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একাংশের মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা দায়িত্বহীন।এই ধরনের মানসিকতার ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টির হইতেছে। বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিলে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না।যে কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বড়সড় ইস্যু হাজির হইলে সম্মিলিতভাবে আমাদের উচ্চকিত প্রতিবাদের ধরন দেখিলে মনে হয়, আমরা সকলেই বুঝি একটি আদর্শ সমাজ, আদর্শ সরকার, আদর্শ পরিবেশ চাই। ফেসবুকে আলোচনা দেখিয়া মনে হয় চারদিকে কত সৎ, আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ, ডিসিপ্লিনড মানুষ আছেন। তাহা হইলে চারপাশে এত নীতিহীনতার ছড়াছড়ি কেন? উন্নত সমাজ গড়িয়া উঠুক এজন্য আমাদের উদ্বেগের অন্ত নাই। কিন্তু সেজন্য আমরা নিজেরা কতটা উদ্যোগী? কী কী করিয়াছি অথবা করছি সামাজিক কোনও ইতিবাচক উৎকর্ষ নির্মাণে? নাকি শুধুই নানারকম ঘটনার নিরাপদ প্রতিবাদ করিয়া দায়িত্ব শেষ? আমরা নিজেরা নিজেদের ডিউটিগুলো ঠিকভাবে পালন করিতেছি তো? চেনাজানা লোকগুলো কি আমাদের আদৌ সিরিয়াসলি নিতেছে? নাকি আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন? যে ডাক্তাররা রোগীকে নানারকম টেস্ট করিতে দিয়ে ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক থেকে নিয়ম করিয়া কমিশন নিয়া থাকেন, তাঁহারাও নাকি দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে সরব। যে শিক্ষক স্কুলের ক্লাসের থেকে বেশি মনোযোগী হইয়া নিখুঁতভাবে পড়ান ব্যক্তিগত টিউশনে, তিনিও নাকি সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব। যে সরকারি কর্মচারী পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাবলিকের থেকে বিনিময়ে কিছু পাইয়া থাকেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন জনপ্রতিনিধিদের আচরণে। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যই যাঁহারা ট্যাক্স কনসালট্যান্টকে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়। যে ঠিকাদার বিকেলে বন্ধুদের আড্ডায় রাজনীতিকে চরম আক্রমণ করেন, তিনিই সকালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য কোনও নেতা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিসারকে ঘুষ দিয়া আসেন। অথচ অসংখ্য সৎ ডাক্তার, সৎ শিক্ষক, সৎ সরকারি কর্মচারী, সৎ প্রফেশনাল, সৎ ব্যবসায়ী, সৎ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। কিন্তু যাঁহাদের জন্য এসব পেশা অথবা আইডেন্টিটির বদনাম হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে খুব কম মানুষই মুখ খোলেন। আমার পাড়ায় কিংবা কর্মস্থলে অথবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি অনিয়ম, অন্যায়, দুর্নীতি দেখিতে পাই, আমরা সচরাচর নিঃশব্দে সেগুলি থেকে নিজেকে সরাইয়া রাখি। আমাদের চারপাশে ঘটে চলা ছোট ছোট অন্যায়, দুর্নীতির কতবার অফিসিয়ালি প্রতিকারের পথে যাই? প্রতিবাদ মানে ফিজিক্যাল এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ। ফেসবুকে নয়। যাই না কেন? কারণ, আইডেন্টিফাই হয়ে যেতে আমাদের ভয় লাগে। যদি প্রভাবশালীরা আমাদের উপর অত্যাচার করে তখন কে দেখিবে? এটা একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সেটি হইল ঝামেলায় না ঢোকা। এড়াইয়া যাওয়া। আমার কী দরকার ওসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিহ্নিত হইয়া যাওয়া? এটা সামাজিক দায় এড়িয়ে যাওয়া নয়? যাতায়াতের পথে আমরা পাবলিক প্লেসে দল বাধিয়া আড্ডাধারীদের অশালীন ভাষা হজম করি নিজেকে বাঁচাইয়া। অটো, বাস, টোটো ইত্যাদি পাবলিক ট্র্যান্সপোর্টের কর্মীদের দুর্বিনীত ব্যবহার মানিয়া নেই। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করি না। কারণ, তাহাদের পিছনে রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু পাবলিকও যদি সম্মিলিতভাবেই প্রতিবাদ করে, তাহলে রাজনীতিও ভয় পাইবে। আমরা সেই উদ্যোগগুলি নিই না। আর তাই আমাদের চারপাশেই কিন্তু বড় অপরাধের বীজগুলি বাড়িতে থাকে। একক প্রতিবাদের যুগ শেষ। কিন্তু সম্মিলিত প্রতিবাদের উদ্যোগেও কেন ভাটা পড়িছে? আমরা বাচিয়া নিয়াছি সহজ পথ। সোশ্যাল মিডিয়া। সেখানে মিডিয়া, সরকার, রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা যায়। অনেকে একসঙ্গে প্রতিবাদ করা হইলে আর পৃথকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয় নাই। ফেসবুকের প্রতিবাদের গুরুত্ব নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদগুলি স্বল্পমেয়াদি। কোনও একটি ঘটনার প্রতিবাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আলোচনায় চলে আসে অন্য কোনও ইস্যু। কথা বলতে ভালোবাসা আজকের সমাজ একটি ইস্যুতেই দীর্ঘদিন থেকে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে।

বল্লভভাই প্যাটেল একজন ভারতীয় পণ্ডিত ও জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন

।। বিশেষ প্রতিবেদক।। বল্লভভাই প্যাটেল একজন ভারতীয় পণ্ডিত ও জাতীয়তাবাদী নেতা। যিনি সরদার প্যাটেল নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তাকে ভারতের লৌহমানব বলা হয়। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ প্রধানমন্ত্রী।গুজরাতের কুর্মী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্যাটেল। তার পিতা-মাতা ছিলেন জাভেরভাই ও লাডবাই। তার বাবা ঝাঁসির রানির সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। তার মা ছিলেন একজন খুব আধ্যাত্মিক মহিলা।১৮৯১ সালে তিনি জাভেরবেনকে বিয়ে করেন।এই দম্পতির দুটি সন্তান হয়। একজন হলেন মণিবেন প্যাটেল (১৯০৩-১৯৯০) নামে এক মেয়ে এবং এক ছেলে দহিয়াভাই প্যাটেল (১৯০৬-১৯৭৩)। সর্দার প্যাটেলের কন্যা ছিলেন একজন কর্মী এবং তার পুত্র ভারতের সংসদ সদস্য ছিলেন।

গুজরাতি মিডিয়াম স্কুলে তার শিক্ষাজীবন শুরু করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পরবর্তীকালে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে স্থানান্তরিত হন।১৮৯৭ সালে তিনি উচ্চ বিদ্যালয় পাস করেন এবং আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন।তিনি তুলনায় বেশি বয়েসে ম্যাট্রিক পাশ করেন (২২ বছর)।গুঽ৪ তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করতে ১৯১০ সালে ইংল্যান্ডে যান। তিনি ১৯৩৩ সালে ইনস অফ কোর্ট থেকে আইন বিভাগে ডিগ্রী সম্পন্ন করেন।ভারতে ফিরে এসে তিনি গুজরাতের গোধরায় তাঁর আইন অনুশীলন শুরু করেন। আইনি দক্ষতার জন্য তাকে ব্রিটিশ সরকার অনেক লাভজনক পদে প্রস্তাব দিয়েছিল তবে তিনি সব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকার এবং তাদের আইনের কট্টর বিরোধী ছিলেন। তাই ব্রিটিশদের পক্ষে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

শিক্ষা সম্পন্ন করার পর, তিনি আইন পড়তে আগ্রহী হন এবং ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডনে যান। ভারতে ফিরে এসে একজন আইনজীবী হিসেবে কাজে যোগ দান করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি প্রথম উপ- প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে ভূমিকা

১৯১৭ সালে সর্দার বল্লভভাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গুজরাত শাখার সেক্রেটারি হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯১৮ সালে কায়রায় বন্যার পরে ব্রিটিশরা জোর করে কর চাপিয়ে দিলে তিনি কৃষকদের কর প্রদান না করার জন্য একটি বিশাল 'কর শুল্ক অভিযান' পরিচালনা করেছিলেন। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া জমি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। তাঁর এলাকার কৃষকদের একত্রিত করার প্রচেষ্টা তাঁকে "সর্দার" উপাধি দিয়েছিল। তিনি গান্ধী দ্বারা চালিত অসহযোগ আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। তিনি তার সাথে জাতি সফর করেছিলেন।এতে তিনি ৩০০, ০০০ সদস্য নিয়োগ করেছিলেন এবং ১.৫ মিলিয়নের ও বেশি সংগ্রহ করতে সহায়তা করেছিলেন।

১৯২৮ সালে বারদোলির কৃষকরা আবার 'ট্যাক্স-বৃদ্ধির' সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। দীর্ঘ সময় তলব করার পরে কৃষকরা অতিরিক্ত শুল্ক দিতে অস্বীকৃতি জানালে সরকার প্রতিশোধ নেওয়ার সাথে সাথে তাদের জমি দখল করে। এই আন্দোলনটি ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরেছিল। বিভিন্ন দফায় আলোচনার পরে সরকার ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি চুক্তি হওয়ার পরে জমিগুলি কৃষকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে বিখ্যাত লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য কারাবন্দী নেতাদের মধ্যে সর্দার বল্লভভাই পটেল ছিলেন। 'লবণ আন্দোলন' চলাকালীন তার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য অসংখ্য লোকের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুপ্রাণিত করেছিল যারা পরবর্তীকালে এই আন্দোলনকে সফল করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। কংগ্রেস সদস্যদের অনুরোধে গান্ধী কারাগারে বন্দী থাকাকালীন তিনি গুজরাত জুড়ে সত্যগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৩১ সালে সর্দার প্যাটেলকে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড আরউইন এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির পরে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তিটি গান্ধি-আরউইন চুক্তি হিসাবে পরিচিতি পায়। একই বছর তিনি করাচি অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।যেখানে দলটি তার ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করেছিল। কংগ্রেস মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

১৯৩৪ সালের আইনসভা নির্বাচনের সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার করেছিলেন। যদিও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি কিন্তু নির্বাচনের সময় তিনি তার সহকর্মী সাথীদের সহায়তা করেছিলেন।

১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তিনি গান্ধীর প্রতি তার অটল সমর্থন অব্যাহত রেখেছিলেন যখন বেশ কয়েকজন সমসাময়িক নেতা পরবর্তীকালের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে হৃদয় অনুভূত বক্তৃতায় এই আন্দোলনের এজেন্ডা প্রচারে সারাদেশে ভ্রমণ চালিয়ে যান। ১৯৪২ সালে তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সাথে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি আহমেদনগর দুর্গে বন্দী ছিলেন। সরদার প্যাটেলের সাথে প্রায়শই কংগ্রেসের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের প্রচুর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৬ সালে পরবর্তীকালে কংগ্রেসে সমাজতন্ত্র গ্রহণ করা হলে তিনি প্রকাশ্যে জওহরলাল নেহেরুর উপর তার বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। প্যাটেলের নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল না এবং তাকে ' ক্ষমতালোভী' বলে মনে করতেন।

দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক ছিলেন সর্দার বল্লতভাই প্যাটেল। মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও কংগ্রেস এর বল্লতভাই প্যাটেল সহ তার একাধিক অনুসারীর নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন স্বাধীনতার ঠিক আগে দেশজুড়ে একের পর এক হিংস্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত করেছিল। আবার অন্যদিকে সর্দার প্যাটেল বুঝতে পারেন ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পরও প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রে একটি দুর্বল সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রয়েছে। যা একটি গণতান্ত্রিক দেশকে সুসংহত করার জন্য বিপর্যয়কর হত। প্যাটেল ভি.পি.মেননের সাথে এর সমাধান নিয়ে কাজ করেন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে একজন সরকারী কর্মচারী এবং রাষ্ট্রের ধর্মীয় প্রবণতার উপর ভিত্তি করে একটি পৃথক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে পরামর্শ ভি.পি.মেনন দেন তা গ্রহণ করেছিলেন। পার্টিশন কাউন্সিলে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পরে পটেল প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পটেল স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে প্রায় ৫২২ টি রাজ্যকে ভারতের অধীনে এনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এই শাসকদের দুটি বিকল্প দিয়েছিল - তারা ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারে; বা তারা স্বাধীন থাকতে পারে। এই ধারা অসুবিধা বাড়িয়ে তোলে। কংগ্রেস এই ভয়ঙ্কর কাজটি সর্দার প্যাটেলকে অর্পণ করেছিলেন যিনি ১৯৪৭ সালের তিনি রাজ্যগুলোর সংহতকরণের জন্য তদারকি শুরু করেছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দরাবাদ বাদে সকল রাজ্যকে সংহত করতে তিনি সফল হয়েছিলেন। অবশেষে তিনি তার তীব্র রাজনৈতিক বুদ্ধির সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিলেন এবং জম্মু ও কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দরাবাদ কে ভারতের অধীন করেছিলেন। আমরা যে ভারতকে আজ দেখতে পাচ্ছি তা হল সরদার বল্লভভাই পটেল যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার ফল। পটেল ছিলেন ভারতের গণপরিষদের শীর্ষস্থানীয় সদস্য এবং ডাঃ বি.আর. আম্বেদকরকে তার পরামর্শে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা এবং ভারতীয় পুলিশ পরিষেবা প্রতিষ্ঠার মূল শক্তি ছিলেন। গুজরাতের সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ মন্দির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য তিনি ব্যক্তিগত আগ্রহ নিয়েছিলেন। পটেল ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে কাশ্মীরে আক্রমণ করার জন্য পাকিস্তানের প্রচেষ্টার কড়া জবাব দিয়েছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ করেছিলেন এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত দিকগুলির উন্নতি করেছিলেন। তিনি নেহরুর শরণার্থী ইস্যুতে পাকিস্তানের সাথে আচরণ সম্পর্কে একমত ছিলেন না। তিনি পাঞ্জাব , দিল্লিতে এবং পরে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক শরণার্থী শিবির তৈরি করেছিলেন। অপরটি হল আর.এস.এস.। আমি তাদের কাছে একটি খোলা প্রস্তাব রেখেছিলাম। তোমাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন কর, গোপনীয়তা ত্যাগ করো, ভারতের সংবিধানকে সম্মান কর, (জাতীয়) পতাকার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর এবং আমরা যে তোমাদের কথায় আস্থা রাখতে পারি সে কথা আমাদের বিশ্বাস করাও। তারা বন্ধুই হোক বা শত্রুই হোক, এমনকি তারা আমাদের প্রিয় সন্তান হলেও, আমরা তাদের সেই আগুন নিয়ে খেলতে দেব না যা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। যুবকদের সহিংস ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত করতে দেওয়াটা অপরাধ।

সর্দার বল্লভভাই পটেল, একটি জনসভায় আর.এস.এস. প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সদস্য নাথুরাম গডসের হাতে মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের পর আরএসএস-এর অনেক বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং সেই বছরই ৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই পটেল সংগঠন হিসেবে আরএসএস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। হত্যাকাণ্ডের বিচার চলাকালীন গডসে দাবি করেছিল যে, সে ১৯৪৬ সালেই সংগঠনের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিল।কিন্তু প্যাটেল মন্তব্য করেছিলেন যে, 'গান্ধীর মৃত্যুর পর আরএসএস-এর লোকজন উল্লাসে মেতে ওঠে ও মিষ্টি বিতরণ করে।'

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্ত আরএসএস নেতাদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়। ১৯৪৮ সালের অগস্ট মাসে মুক্তিলাভের পর গোলওয়ালকর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে আরএসএস-এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখে। নেহেরু জানান, সেই ব্যাপারটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এরপর গোলওয়ালকর বিষয়টি নিয়ে বল্লভভাই পটেলের সঙ্গে আলোচনা করে। তখন পটেল নিষেধাজ্ঞা তোলার চূড়ান্ত প্রাকশর্ত হিসেবে দাবি করেন যে, আরএসএস-কে একটি আনুষ্ঠানিক লিখিত সংবিধান গ্রহণ করতে হবেঔ ও তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। পটেল এই সংবিধানে আরএসএস-কে যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখের নির্দেশ দেন সেগুলি ছিল ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে মেনে নেওয়া, সংগঠনের সভাপতির ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া, অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগঠনটিকে গণতান্ত্রিক করে তোলা, শিশুদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার আগে তাদের বাবা-মায়ের অনুমতি নেওয়া এবং সহিংসতা ও গোপনীয়তা বর্জন করা।

এই দাবিগুলির বিরুদ্ধে গোলওয়ালকর এক বিরাট বিক্ষোভের আয়োজন করে। সেই সময় আবার তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে আরএসএস একটি সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে সেই সংবিধানে পটেলের কোনও দাবিই মানা হয়নি। আরেকবার বিক্ষোভ সংগঠনের একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর সংগঠনের পরিচালক নির্বাচন এবং শিশুদের সদস্যপদ দানের বিষয় দু'টি ছাড়া বাকি সব দাবিই আরএসএস-এর সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে মেনে নেওয়া হয়। যদিও সংগঠনের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের বিষয়টি যা এই সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা একটি 'নির্লক্ষ্য পত্র'ই থেকে যায়।

১৯৪৯ সালের ১১ জুলাই ভারত সরকার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে আরএসএস-এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। সেই বিবৃতিতে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল যে, গোলওয়ালকর অঙ্গীকার করেছে যে সংগঠনটি ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখবে এবং আরএসএস-এর সংবিধানে ভারতের জাতীয় পতাকাকে মেনে নেওয়া ও সম্মান জানানোর বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবে। সেই সঙ্গে সংগঠনের কাজকর্মও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলবে।

পটেলের রাজনীতি এবং চিন্তাভাবনার উপর গান্ধীর গভীর প্রভাব ছিল। তিনি গান্ধীর প্রতি অটল সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সারা জীবন তার নীতির পাশে ছিলেন। জওহরলাল নেহেরু, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী এবং মাওলানা আজাদ সহ নেতারা আইন অমান্য আন্দোলন ব্রিটিশদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করবে মহাত্মা গান্ধীর এই ধারণার সমালোচনা করেছিলেন।কিন্তু পটেল গান্ধীর এ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন। কংগ্রেস হাই কমান্ডের অনীহা সত্ত্বেও, মহাত্মা গান্ধী এবং সরদার বল্লভভাই পটেল অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে নাগরিক অবাধ্যতা আন্দোলনকে অনুমোদনের জন্য বাধ্য করেছিলেন। গান্ধীর অনুরোধে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদ প্রার্থিতা ছেড়ে দেন। গান্ধীর মৃত্যুর পরে তিনি এক বড় হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন, যদিও পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন।

স্ট্যাচু অফ ইউনিটি বা ঐক্যের মূর্তিতার সম্মাননায় ভারতের গুজরাতে তার জন্মস্থানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য তৈরি করা হয়। যার নাম দেওয়া হয় 'ঐক্যের মূর্তি।' যা গত ৩১শে অক্টোবর ২০১৮ইং সালে উদ্বোধন করা হয়। এইছাড়াও তার নামে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে।২০১৪ সালে তার জন্মদিবস ৩১ অক্টোবরকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

কর্মজীবনে বহু কৃতিত্ব ও সাফল্যের নজির রেখে গেছেন ইন্দিরা গান্ধী

।। বিশেষ প্রতিবেদক।। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর এক বিশিষ্ট পরিবারে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরার ছাত্র জীবন কেটেছে স্যুইজারল্যান্ডের বেকসএ ইকোলে নোভেল, জেনেভার ইকোলে ইন্টারন্যাশনাল, পুণে ও বোম্বাই-এর পিউপিল ওন স্কুল, ব্রিস্টলের ব্যাডমিন্টন স্কুল, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী এবং অক্সফোর্ডের সামারভিল কলেজে। বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রিতে সম্মানিত করেছে। তাঁর উজ্জ্বল ছাত্র জীবনের সুবাদে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে বিশেষভাবে সম্মান জানিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। শৈশবে তিনি 'বাল চড়কা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে, ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসকে সাহায্য করার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন 'বানর সেনা'। তাঁকে কারাবন্দী করা হয় ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৪৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তিনি দিল্লির দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে কাজ করেছিলেন।

ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে ইন্দিরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন ১৯৪২ সালের ২৬ মার্চ এবং দুই সন্তানের জন্ম দেন। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জাতীয় সংহতি পরিষদের সভানেত্রীর পদও তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংসদীয় পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হন ঊ ১৯৫৬ সালে তিনি নিযুক্ত হন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মহিলা শাখার দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। পরে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হন ১৯৫৯ সালে। পরবর্তী এক বছর তিনি ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আবার কংগ্রেস সভানেত্রী হন ১৯৭৮ সালে।

কেন্দ্রীয় সরকারে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হিসেবে তিনি কাজ করেন ১৯৬৪-৬৬ পর্যন্ত। এরপর ১৯৬৬-র জানুয়ারি থেকে ১৯৭৭-এর মার্চ পর্যন্ত একটানা তিনি ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৬৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্বও তিনি সামলেছিলেন। ১৯৬৭ -র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৭-এর মার্চ পর্যন্ত তিনি পরমাণু শক্তি বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী পদেও কাজ করে গেছেন। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৭০-এর জুন থেকে ১৯৭৩-এর নভেম্বর পর্যন্ত। এছাড়া, মহাকাশ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন ১৯৭২-এর জুন থেকে ১৯৭৭-এর মার্চ পর্যন্ত। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তিনি যোজনা কমিশনের চেয়ারপার্সনের দায়িত্বও পালন করে এসেছেন। পরে, ১৯৮০ সালের ১৪ জানুয়ারি থেকে তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন।

বহু সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যুক্ত ছিলেন, যেমন কমলা নেহরু মেমোরিয়াল হসপিটাল, গান্ধী স্মারক নিধি এবং কস্তুরবা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। স্বরাজ ভবন ট্রাস্টের তিনি ছিলেন সভানেত্রী। এছাড়াও তিনি যুক্ত ছিলেন বাল সহযোগ, বাল ভবন পর্ষদ এবং চিলড্রেন্স ন্যাশনাল মিউজিয়ামের সঙ্গে (১৯৫৫)। এলাহাবাদে কমলা নেহরু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন তিনি। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তর - পূর্বাঞ্চলীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন (১৯৬৬-৭৭)। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের তিনি ছিলেন একজন সদস্য। ১৯৬০ -৬৪ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কো-র ভারতীয় প্রতিনিধিদলেও তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯৬০-৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি ইউনেস্কো-র প্রশাসনিক পর্ষদের একজন সদস্য হিসেবেও কাজ করেছেন। জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদেরও তিনি ছিলেন একজন সদস্য (১৯৬২)। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, জাতীয় সংহতি পরিষদ, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ ভারত হিন্দি প্রচার সভা, নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরী সোসাইটি এবং জওহরলাল নেহরু স্মারক তহবিলের সঙ্গেও তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯৬৪ সালে শ্রীমতী গান্ধী রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। এই পদে তিনি বৃত ছিলেন ১৯৬৭ -র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ লোকসভার তিনি ছিলেন একজন সদস্য। ১৯৮০ সালে উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মেডাক থেকে তিনি লোকসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। পরে, তিনি রায়বেরিলি আসনটি ছেড়ে দেন। ১৯৬৭-৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে তিনি কাজ করে গেছেন। পরে, ১৯৮০ সালে তিনি আবার কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আগ্রহ ছিল বিভিন্ন বিষয়ে। জীবনকে তিনি দেখতেন একটি সুসংহত চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে যেখানে সমস্ত দিক এবং বিষয় পৃথক পৃথকভাবে না থেকে সামগ্রিক হয়ে উঠত। জীবনকে তিনি কখনই বিচ্ছিন্ন কোন কিছু হিসেবে কল্পনা করতেন না, বরং তিনি জীবনকে দেখতেন বহুবিধ বিষয়ের এক সমষ্টি হিসেবে।

কর্মজীবনে বহু কৃতিত্ব ও সাফল্যের নজির রেখে গেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৭২ সালে তাঁকে ভারতরত্ন ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে তাঁর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিতে তিনি লাভ করেন মেক্সিকান অ্যাকাডেমি পুরস্কার (১৯৭২)। ১৯৭৩ সালে তাঁকে দেওয়া হয় এফ .এ.ও.-র দ্বিতীয় বার্ষিক পদক। ১৯৭৬ সালে লাভ করেন নাগরী প্রচারিনী সভার সাহিত্য বাচস্পতি (হিন্দি) পুরস্কার। ১৯৫৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাদার্স অ্যাওয়ার্ড-এ সম্মানিত হন। কূটনীতিতে বিচক্ষণতার জন্য ইতালির আইবেলা ডি এস্ট পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হন পরবর্তীকালে। এছাড়াও লাভ করেন ইয়েল ইউনিভার্সিটির হোল্যান্ড মেমোরিয়াল প্রাইজ। ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ওপিনিয়ন-এর এক জনমত সমীক্ষার নিরিখে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালে পরপর দু'বার 'বিশ্বের সেরা মহিলা' খেতাবে সম্মানিত হন। একইভাবে ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্যালাপ পোল সার্ভের বিচারে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। প্রাণী ও জীবজন্তুর প্রতি তাঁর বিশেষ যত্নের স্বীকৃতিতে আর্জেন্টাইন সোসাইটি তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন (১৯৭১)।

হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্যেও শ্রীমতী গান্ধী লিখে গেছেন বেশ কিছু গ্রন্থ। 'দ্য ইয়ার্স অফ চ্যালেঞ্জ' (১৯৬৬-৬৯), 'দ্য ইয়ার্স অফ এনডেভার' (১৯৬৯-৭২), 'ইন্ডিয়া (লন্ডন)' (১৯৭৫) এবং 'ইন্ডে (লুসানে)' (১৯৭৯) --- হল এমনই কয়েকটি সঙ্কলন গ্রন্থ যেখানে তাঁর বহু লেখা ও বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণ স্থান পেয়েছে। দেশ-বিদেশে তিনি সফর করেছেন প্রচুর। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, বার্মা, চিন, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশী দেশগুলিতেও বিভিন্ন সময়ে তিনি সফরে গেছেন। সরকারিভাবে সফর করেছেন ফ্রান্স, তৎকালীন দুই জার্মানি, গুয়ানা, হাঙ্গেরি, ইরান, ইরাক ও ইতালি। এছাড়াও আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, বুলগেরিয়া, কানাডা, চিলি, চেকোস্লোভাকিয়া, বলিভিয়া এবং ইজিপ্টও তিনি সফর করেছেন। ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জামাইকা, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, মরিশাস, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নাইজেরিয়া, ওমান, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, সিঙ্গাপুর, স্যুইজারল্যান্ড, সিরিয়া, স্যুইডেন, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, ত্রিনিদাদ, টোবাগো, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, যুগোস্লাভিয়া, জাম্বিয়া এবং জিম্বাবোয়েও ছিল তাঁর সফর তালিকায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তরে তাঁর ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুলের তরফ থেকে র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছে আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

মেটেলিতে গোয়াল ঘর থেকে ছাগল তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ, আতঙ্ক এলাকায়

চালসা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলিতে বাড়িতে চিতাবাঘ ঢুকে গোয়াল ঘর থেকে ছাগল তুলে নিয়ে গেল। ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরার মাইনুদ্দিন পাড়া এলাকায়। রবিবার সকালে বনকর্মীরা এসে ওই বাড়ি সংলগ্ন ছোট চা বাগান ও কবরস্থানে চিতাবাঘ ও ছাগলের খোঁজে তল্লাশি করেও তার কোনও হদিস পায়নি। তবে চিতাবাঘ যে ছাগলকে তুলে নিয়ে যায় তার পায়ের ছাপ দেখা যায়। জানা গিয়েছে, মাইনুদ্দিন পাড়ার জনৈক নূর ইসলামের বাড়ির গোয়াল ঘরের বাঁশের বেড়া ভেঙে চিতাবাঘ একটি ছাগলকে তুলে নিয়ে যায়। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ছাগলের চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন বের হয়ে দেখে যে চিতাবাঘটি ছাগলটির গলায় থাবা বসিয়ে পাশের ধান খেতের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরপরই চিৎকার শুরু করে বাড়ির লোকজন। রবিবার সকালে ধূপঝোরা বিট অফিস থেকে বনকর্মীরা এসে পটকা ফাটিয়ে চিতাবাঘের খোঁজ করেও কোনও হদিস পায়নি।কিছুদিন আগেও সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ি থেকে ছাগল ও কুকুর নিয়ে যায় চিতাবাঘ। লাগাতার ওই এলাকায় চিতাবাঘের হানায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বাসিন্দারা। এবিষয়ে বনদফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সকলই। বনদফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, সন্ধ্যার পর যাতে একা কেউ বাইরে বের না হয়। বাড়িতে সকলকে সাবধানে থাকার কথা বলা হয়েছে বন দফতরের তরফে।

গণতন্ত্রকে বাঁচান’, বিচারব্যবস্থার কাছে আরজি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : ফের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামা রক্ষার দাবিতে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরব হলেন ‘মিডিয়া ট্রায়াল’ নিয়েও। তাঁর আশঙ্কা, দেশ ক্রমশ রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে একমাত্র বিচারব্যবস্থাই দেশবাসী, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে বলে মত মুখ্যমন্ত্রীর।

রবিবার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জিউরিডিক্যাল সায়েন্সেস-এর ১৪তম সমাবর্তনে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য উদয় উমেশ ললিত, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব-সহ বহু বিশিষ্ট জন। ছিলেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী। সেই মঞ্চ থেকেই বিচারব্যবস্থার কাছে গণতন্ত্রকে রক্ষার আবেদন জানালেন মমতা। পাশাপাশি গর্জে উঠলেন মিডিয়া ট্রায়ালের বিরুদ্ধে।

এদিন বিচারপতিদের সামনেই মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ করে বলেন, “বিচারের আগেই মিডিয়া ট্রায়াল হচ্ছে। মিডিয়া বিচারব্যবস্থাকে গাইড করছে।” তাঁর কথায়, “সংবাদমাধ্যম বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তারা কাউকে অপরাধী বলে দাগিয়ে দিতে পারে না। আমার সম্মান নষ্ট করে দিতে পারে না এরা। মানুষের সম্মানই বড়। আমাদের সম্মান চলে গেলে সব চলে যায়।” বিচারব্যবস্থার কাছে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ, “যাঁরা নেতৃত্বে আছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে যাবেন এই জায়গায়, আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো রক্ষা করুন। অযথা মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে।”

পুজোয় চন্দননগরমুখী ভিড় সামলাতে হাওড়া শাখায় চলবে বাড়তি ট্রেন

হাওড়া, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী সপ্তাহেই জগদ্ধাত্রী পুজো। ভিড়ের কথা মাথায় রেখে এবছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় হাওড়া শাখায় বাড়তি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পূর্ব রেল জানিয়েছে, ৩১ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৬ জোড়া অতিরিক্ত ট্রেন চালানো হবে। হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল শাখার মধ্যে চলবে ৫ জোড়া ও হাওড়া-বর্ধমান শাখায় একটি বাড়তি ট্রেন চলবে।

দুর্গাপুজো, কালীপুজোয় ভিড় নিয়ন্ত্রণে এবং আমজনতার সুবিধায় শিয়ালদহ, হাওড়া শাখায় বাড়তি ট্রেন চালানো হয়েছিল। গভীর রাত পর্যন্তও ঠাকুর দেখে ফিরতে কারও কোনও সমস্যা হয়নি। রেল পরিষেবা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। জগদ্ধাত্রী পুজোতেও সেই পরিষেবা দেওয়ার পথে হেঁটেছে পূর্ব রেল। চন্দননগর ছাড়াও রিষড়া, উত্তরপাড়া, মানকুণ্ডু, ব্যান্ডেল-সহ পাশাপাশি এলাকাগুলিতে জগদ্ধাত্রী পুজোর জৌলুসের কথা জানেন সকলেই। তাই ওই সময় হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় নিত্যযাত্রী ছাড়াও দর্শনার্থীদের ভিড় হয়। সেই ভিড়ের চাপ কমাতেই আগামী ৫ দিন হাওড়া-ব্যান্ডেল ও হাওড়া-বর্ধমান শাখায় চলবে ৬ জোড়া অতিরিক্ত ট্রেন। পূর্ব রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত হাওড়া-ব্যান্ডেল আপ লাইনে বিকেল ৫ টা ২০ মিনিটে, সন্ধে ৭ টা ৫৫ মিনিটে, রাত ৮ টা ৩৫ মিনিটে, রাত সাড়ে ১১ টা ও রাত সাড়ে ১২ টা — অতিরিক্ত পাঁচটি ট্রেন চলবে। ট্রেনগুলি ব্যান্ডেল স্টেশনে পৌঁছবে যথাক্রমে সন্ধে ৬ টা ২৫ মিনিটে, রাত ৯ টায়, রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে, রাত সাড়ে ১২ টায় এবং রাত ১ টা ২৫ মিনিটে। তাতে যাওয়া-আসায় সুবিধা হবে দর্শনার্থীদের। অন্যদিকে, হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত অতিরিক্ত একটি ট্রেন চলবে রাত ১ টা ১৫ মিনিটে। তা বর্ধমান পৌঁছবে ৩ টে ৫০ মিনিটে।

বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ তৃণমূলের

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : রবিবাসরীয় দুপুরে দিনহাটায় বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল। এদিন উদয়ন গুহর ওপর হামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অজয় রায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। রবিবার দুপুরে দিনহাটা শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাড়িতে বিজেপির একাধিক বিধায়কের উপস্থিতিতেই টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলে। পরে দিনহাটা থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি, এদিন দিনহাটা থানাতেও বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। বছর খানেক আগে উদয়ন গুহর ওপর হামলার ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত বিজেপির শহর মণ্ডল সভাপতি অজয় রায়। দিনদুয়েক আগেও এই বিজেপি নেতা উদয়ন গুহর হাড়গোড় ভেঙে বস্তাবন্দি করার হুমকি দিয়েছিলেন। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। তৃণমূলের দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর বলেন, ‘আগেও তৃণমূলে থাকাকালীন কিছু লোক অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছিল। তারা এখন বিজেপিতে গিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য করে অশান্ত করার চেষ্টা করছে।’ যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, ‘দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য এদিন অজয়ের বাড়িতে এসেছিলাম। সেই সময় তৃণমূলের একটি মিছিল থেকে এখানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। যদি উদয়ন গুহ ভাবেন উনি দিনহাটার বিধায়ক বলে সেখানে যা ইচ্ছে তাই করবেন, তাহলে উনাকে তো বাইরেই যেতে হবে। সেক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটবে।’

গঙ্গাঘাটে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : প্রতিবছরের মত এই বছরও ছট পুজোর সূচনায় আজ দইঘাট ও তক্তাঘাটে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার এবং আগামীকাল সোমবার ভোরে ছটপুজো হবে। গতবছরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছটপুজো উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলেন। সেখানে সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন, আগে ছট পুজো উপলক্ষে রাজ্যে একদিন ছুটি থাকত। পরে তিনি জানতে পারেন ছট পুজো আসলে দুদিনের। তাই গতবছর থেকে দুই দিনের ছুটি ঘোষণা করে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠানে বলেন, মহিলারা তো তিনদিন আগে ছট পুজো শুরু করে দেন। যেমন আমি। আমি শুধু চা খেয়েছি। আর কিছু খাইনি। কারণ কাল থেকে আমিও ছট পুজার ব্রত রেখেছি। মমতা বলেন, আমি সব ব্রত পালন করি। দুর্গা পুজো যেমন করি, কালী পুজোয় করি। রমজান মাসেও আসি। বড়দিনের প্রার্থনাতেও যাই। ছট পুজো উপলক্ষে কলকাতা পুরসভা, পুলিশ বিরাট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। ঘাটে ঘাটে বসানো হয়েছে পর্যাপ্ত আলো। রাখা হয়েছে ঘাট পরিষ্কার করার জন্য প্রচুর পুরকর্মী। শহরের দুই ফুসফুস রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দুই জায়গাতেই মোতায়েন করা ব্যাপক পুলিশ।

পরিদর্শন করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা

মালদা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : ছটপুজোর আগে মালদা জেলায় ঘাট পরিদর্শন করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। রবিবার জেলারইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার ঘাটগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করলেন জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা।রবিবার দুপুরে স্পিডবোটে করে মিশন ঘাট থেকে মঙ্গলবাড়ী হয়ে নিমাইসরা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার ঘাট পরিদর্শন করেন জেলাশাসক নীতিন সিংঘানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাহ সহদুই পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী ও কার্তিক ঘোষ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা,৩০ অক্টোবর (হি. স.): সোমবার ও মঙ্গলবার ছট পুজো। ছট পুজো উপলক্ষ্যে রবিবার গঙ্গার ঘাটে হাজির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।দুর্গা পূজো কালীপুজো শেষ করে হাজির ছটপুজো। ছটপুজোকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার শুরু হয়েছে পুজো। ছট পুজোকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে পুকুরঘাট পরিষ্কার করার কাজ। প্রশাসনিকভাবে এবং ছট পুজো কমিটিগুলির তরফ থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ চালানো হচ্ছে বিভিন্ন পুকুর ঘাটে। এরই মাঝে দুর্গা পুজোর মত দইঘাটে ছট পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যেরমুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমস্যায় পড়তে পারেন শিবসেনা উদ্ধব গোষ্ঠী

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): সমস্যায় পড়তে পারেন শিবসেনার (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) বিধায়ক ভাস্কর যাদব। উস্কানিমূলক বক্তৃতার মামলায় রবিবার সিন্ধুদুর্গ জেলার কুদাল থানার পুলিশ যাদবকে জিজ্ঞাসাবাদে সহযোগিতা করার জন্য একটি নোটিশ জারি করেছে। যাদবের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কুডাল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই নোটিশের পর যাদবকে গ্রেফতার করা হতে পারে। গত ৮ অক্টোবর সিন্ধুদুর্গ জেলার কুদাল এলাকায় মহাবিকাশ আঘাড়ি আয়োজিত এক সমাবেশে ভাস্কর যাদব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রাণের বিরুদ্ধে অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেন। এরপর স্থানীয় বিজেপি নেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে কুদাল থানায় ভাস্কর যাদবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এই ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর তেজস্বী শিন্ডে এবং কনস্টেবল শচীন গাভাস টিপলুন তহসিলের পাগ-এ ভাস্কর যাদবের বাড়িতে গিয়ে নোটিশ দেন। ভাস্কর যাদব গুহাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক।

আজ জিতলেই কার্যত সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে ভারত

পারথ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): আজ রবিবার পারথে টি-২০ বিশ্বকাপে সুপার ১২-র ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে ভারত। প্রথমে পাকিস্তান, তারপর নেদারল্যান্ডস। টানা দুটো ম্যাচে জিতে টিম ইন্ডিয়া এখন আত্মবিশ্বাসে ফুটছে। পারথে প্রোটিয়াদের হারালেই সেমিফাইনালে ওঠা কার্যত নিশ্চিত হয়ে যাবে ভারতের। দু ম্যাচে চার পয়েন্ট পেয়ে সুপার ১২ গ্রুপ ২-তে এখন শীর্ষে টিম ইন্ডিয়া। এই ম্যাচ জিতলে বাকিদের ধরাছোঁয়ার অনেকটাই বাইরে চলে যাবেন রোহিতরা। এই গ্রুপে এখন ভারতের (২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট) পিছনে আছে জিম্বাবোয়ে (৩ পয়েন্ট), দক্ষিণ আফ্রিকা (৩), বাংলাদেশ (২),পাকিস্তান (০), নেদারল্যান্ডস (০)। এদিন পারথে সবার নজর বিরাট কোহলির দিকে। টানা দুটো ম্যাচে অসাধারণ খেলেছেন বিরাট কোহলি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরাটের ৮৩ রানের অপরাজিত ইনিংসের মুগ্ধতায় এখনও বুঁদ ক্রিকেট বিশ্ব। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধেও বিরাটের ব্যাটে বড় রানের দিকে তাকিয়ে সবাই। আজ আবার বড় রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট কোহলি। এদিন ২৮ রান করলেই টি-২০ বিশ্বকাপের সর্বাধিক রানসংগ্রহকারী হওয়ার রেকর্ড গড়বেন বিরাট। ভারতের সম্ভাব্য একাদশ : রোহিত শর্মা, কেএল রাহুল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, দীনেশ কার্তিক, অক্ষর প্যাটেল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ শামি, আর্শদীপ সিং।

গাইঘাটায় ব্যক্তির রহস্যমৃত্যু ফুলের বাগান থেকে উদ্ধার দেহ

বারাসত, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): ফুলের বাগান থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। রবিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার শিমুলপুর হাজরাতলা এলাকার একটি ফুলের বাগান থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম পঙ্কজ শিকারি, বয়স ৪২ বছর। পঙ্কজের মাথার পিছনে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের তরফে খুনের দাবি করা হলেও, কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল দুপুর একাধিকবার পঙ্কজকে বাড়ি থেকে ডাকতে গিয়েছিল তিন-চারজন। পরিবারের তরফে তাঁকে বেরতে নিষেধ করা হলেও, সেই কথায় কর্ণপাত করেননি পঙ্কজ। এর পর পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন পঙ্কজ স্থানীয় বাবলু বিশ্বাস ও মনোজ বিশ্বাসের বাড়িতে মদ্যপান করছিলেন। এমনকী সারা রাত পঙ্কজ বাড়ি ফেরেনি বলে পরিবারের তরফে পুলিশকে জানানো হয়। এর পর সকালে স্থানীয়রা দেখেন একটি ফুলের বাগানে পঙ্কজ শিকারির দেহ পরে রয়েছে। স্থানীয়রাই পরিবারকে খবর দেয় । তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পরিবারের অভিযোগ পঙ্কজকে মদের আসরেই খুন করা হয়েছে।

নামছে পারদ, পুজো কাটতেই শীতের আমেজ শহরে

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : পুজো কাটতেই শীত শীত আমেজ শহরে। সপ্তাহান্তে এক ধাক্কায় ৪ ডিগ্রি পারদ পতন ঘটল। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, এই বছর শীত দীর্ঘস্থায়ী হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত শীত থাকবে। কলকাতার তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে। সকালের দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। কিছু এলাকায় শিশির বা কুয়াশা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত নতুন করে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই রাজ্যে। তবে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। বেলা বাড়লে আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। রবিবার কলকাতায় বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতার সর্বোচ্চ পরিমাণ থাকতে পারে ৯২ শতাংশ। আগামী পাঁচ দিন তাপমাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। উত্তর পশ্চিমের শীতল হাওয়া প্রবেশ করার জন্য তাপমাত্রার পারদ কমছে শহরে। এদিকে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়া আপাতত শুকনো থাকবে। দিন ও রাতের তাপমাত্রার সেরকম পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গেও আবহাওয়া শুকনো থাকবে। আপাতত দিন বা রাতের তাপমাত্রার পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে আপাতত বঙ্গে শীত প্রবেশের কোনও সম্ভাবনাই নেই। শীতের প্রবেশ ১৫ ডিসেম্বরের পর থেকেই শীত পড়বে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।

উত্তর দিনাজপুরে ছোট গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ

গোয়ালপোখর, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরে ছোট গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। রবিবার সকালে গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম বইলা হাসদা(৩০)। তিনি গোয়া গাঁও-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মারিয়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। এছাড়া তিনি গোয়ালপোখর থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বইলা হাজদা গোয়া গাঁও থেকে গোয়ালপোখর থানায় কাজে যাচ্ছিলেন। সাহাপুর এলাকায় একটি ছোট গাড়ি তাঁর বাইকের পিছন দিক থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। তিনি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যান। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ এসে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে। গোয়ালপোখর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর দেহটি ইসলামপুরে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পরই চালক পলাতক। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবেশ সুরক্ষা আদিবাসীদের কাছ থেকে শেখা যায়

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : আদিবাসীদের কাছ থেকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে শেখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আদিবাসী সংস্কৃতিকে বাঁচানো প্রয়োজন।রবিবার অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তার মাসিক অনুষ্ঠান ”মন কি বাত”-এর ৯৪ তম সংস্করণে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদী বলেন, দেশ ১৫ নভেম্বর উপজাতি গর্ব দিবস উদযাপন করবে। বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকীতে আদিবাসী ঐতিহ্য এবং গর্ব উদযাপনের জন্য এটি গত বছর শুরু হয়েছিল। বিরসা মুন্ডা তাঁর স্বল্প জীবনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

নিরাপত্তায় চালকদেরকে সচেতন করছে পুলিশ

ঝাড়গ্রাম, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) পথ দুর্ঘটনা ঠেকাতে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে পথ নিরাপত্তা নিয়ে পথ চলতি মানুষজন থেকে শুরু করে গাড়ির চালকদেরকে সচেতন করছে পুলিশ। এদিন রবিবার এক অভিনব কায়দায় ছয় নম্বর জাতীয় সড়কের লোধাশুলি এলাকায় বাস, লরি সহ অন্যান্য গাড়ি থামিয়ে গরম চা খাইয়ে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করেন ঝাড়গ্রাম থানার আইসি। এই সময় ঘন কুঁয়াশার কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। তাই যাতে সাবধান এবং সর্তকতা অবলম্বন করে বাস, লরি সহ অন্যান্য গাড়ির চালকেরা যাতে সাবধানে গাড়ি চালান তার বার্তা দেন। উল্লেখ্য, দুর্গা পূজার পর থেকে কালীপূজার মধ্যে বেশ কয়েকটি বড় বড় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি। তাই এবার জেলা জুড়ে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করতে পথে নেমেছে ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ প্রশাসন। উল্লেখ্য গত শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড়, জামবনী ও গোপীবল্লভপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে মানুষজনদের সচেতন করেছেন পুলিশ। এদিনের লোধাশুলিতে এই পথ নিরাপত্তা সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের আইসি বিপ্লব কর্মকার সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ জন

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : রাজ্যবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। ৪০-এর নিচে রয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২১,১৭,৯৯৯। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যায় শূন্য। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা ২১,৫২৭। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৫১ জন। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ২০,৯৫,৭২০ জন। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৯৫ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৫,৭৬৪ জনের। যার জেরে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২৬,৬৭৫,৬৭৯।

পঞ্চায়েতের দামামা বাজালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি

মেদিনীপুর, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : তমলুক নিমতৌড়িতে কর্মী সম্মেলনে এসে এক প্রকার পঞ্চায়েত প্রস্তুতির দামামা বাজিয়ে দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি আরও বলেন পুলিশ সরে গেলে তৃণমূলে পার্টি অফিসে পতাকা তোলা কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।নিমতৌড়িতে কর্মী সম্মেলন থেকে সুকান্ত মজুমদার বলেন, আগামী পঞ্চায়েত ভোটে একটিও আসন আমরা ছাড়বো না। গত পঞ্চায়েত ভোটে আমাদের প্রার্থী দিতে দেয়নি। বিনা যুদ্ধে নাহি দেবো দেব সূচগ্র মেদীনি। আগামী পঞ্চায়েত ভোট ১ ইঞ্চিও জমি ছাড়বো না আপনারা তৈরি থাকুন। যে ঠাকুর যে ফুলে সন্তুষ্ট আমরা সেই ফুলেই উপহার দেব। তমলুক নিমতৌড়িতে কর্মী সম্মেলনে এসে এক প্রকার পঞ্চায়েত প্রস্তুতির দামামা বাজিয়ে তিনি আরও বলেন, পুলিশ সরে গেলে তৃণমূলে পার্টি অফিসে পতাকা তোলা কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তৃণমূল নেতা জাকির হোসেনের মৃত্যু নিয়ে বলেন, তৃণমূলের মুষল পর্ব শুরু হয়েছে। যত পঞ্চায়েত ভোট এগিয়ে আসবে তত এরকম ঘটনা ঘটবে।শীত পড়েছে ডিসেম্বরে সরকার কাঁপবে।

বিজেপির নবান্ন অভিযানে যাওয়ার সময় সোনাপেত্যা টোল প্লাজায়ে বিজেপি কর্মীদের আটকানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্টার ছেড়া সময় তৃণমূলের অঞ্চল প্রধানকে মারধরের ঘটনায় কয়েকদিন আগেই জেল থেকে জামিন পায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। তাদের আজ ফুল এবং মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানান বিজেপি রাজ্য সভাপতি।

ডেঙ্গি নিয়ে সচেতন হতে হবে মানুষকে : ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা আবহ কিছুটা কমতেই শহর জুড়ে ক্রমাগত আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ডেঙ্গি। চলতি বছর ডেঙ্গি প্রকোপ এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে আতঙ্কে সাধারণ মানুষ। এই ঘটনায় রবিবার সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করল কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।রাজ্যে ফের ডেঙ্গি বেড়ে যাওয়ার ঘটনায় রবিবার খিদিরপুরে ভুকৈলাস মন্দিরে এসে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, ”’’ আমরা একসাথে সব অনুষ্ঠান করি। প্রতিবছর এই দিনে আমি আসি। আমরা সবাই মিলে একসাথে ছট পুজো করি। বিহারে একদিন ছুটি দিয়েছে। ছট পূজার জন্য এখানে দুদিন ছুটি। তবে, ডেঙ্গি সচেতনতায় শুধু প্রশাসন নয়, মানুষকেও ডেঙ্গি নিয়ে সচেতন হতে হবে ।

তৃণমূলের কিষাণ সেলের কর্মসূচিতে অনাহুত ব্লক সভাপতি

বাঁকুড়া, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এবং কয়লা, বালি, পাথর ও গরু পাচার অভিযোগে কোনঠাসা তৃণমূল দলের ভাবমূর্তি ফেরাতে এবং কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে শারদীয়া উৎসবের পর থেকে তৃণমূল ও তার শাখা সংগঠন গুলি নানা কর্মসূচি নিলেও গোষ্ঠী কোন্দল পিছু ছাড়ছে না। শনিবার বিকেলে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে তৃনমূল কিষাণ ও খেতমজুর সেলের পক্ষ একটি মহামিছিল ও সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচি তে ডাক না পেয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বড়জোড়া র ব্লক সভাপতি কালিদাস মুখার্জী।

গতকাল অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা পূর্ণেন্দু বসু। সভায় ডাক না পেয়ে বড়জোড়ার ব্লক তৃণমূল সভাপতি কালীদাস মুখার্জী বলেন, কোনও শাখা সংগঠন দলের ব্লক সভাপতিকে না জানিয়ে এরকম কর্মসূচি নিতে পারেন না। তিনি বলেন, আমার বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে জনসভা হচ্ছে এবং বাড়ির পাশ দিয়ে মহামিছিল যাচ্ছে অথচ দলের ব্লক সভাপতি হয়ে আমি তা জানি না। এই মহামিছিলের ডাক দিয়েছিলেন কিষাণ ও খেতমজুর সেলের বড়জোড়া ব্লক সভাপতি অশোক ব্যনার্জী। তিনি এব্যাপারে বলেন, আমি জেলা কমিটির নির্দেশে এই কর্মসূচি নিয়েছি। দলের ব্লক সভাপতিকে আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে জেলা কমিটি বলতে পারবেন। পূর্ণেন্দু বসু ছাড়াও এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি ও প্রাক্তন বিধায়ক আশুতোষ মুখার্জী।

অলক মুখার্জি বলেন, অসম্ভব ভালো একটি কর্মসূচি হয়েছে। এদিন এই মঞ্চে দলের প্রবীণ নেতা কর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নবী দিবস এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে সকলের সাথে। তাছাড়াও বড়জোড়ার ৮ হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিরোধীদের কুৎসার জবাব দিয়েছেন। গোষ্ঠী কোন্দল প্রসঙ্গে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন, হয়তো সমন্বয়ের অভাবে ব্লক সভাপতি জানতে পারেননি। তৃণমূলের সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী। এখানে আলাদা করে কেউ কারও অনুগামী নয়।

এ নিয়ে বড়জোড়ার সিপিআইএম নেতা সুজয় চৌধুরী কটাক্ষের সুরে বলেন, তৃণমূলের কত যে গোষ্ঠী আছে তা তারা নিজেরাই বলতে পারবেন না। সবাই করে খাওয়ার জন্য নেতা সেজে বসে আছেন। এখন রাজ্যের শিক্ষার দুর্নীতি ঢাকতে কত কৌশলই না করছে তৃণমূলের নেতারা।

অন্যদিকে, বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ কর বলেন, রাজ্যে যেমন মমতা গোষ্ঠী ও অভিষেক গোষ্ঠী আড়াআড়ি বিভক্ত বড়জোড়াতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তৃণমূলের সবাই ধান্দাবাজ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রুক্ষ-শুষ্ক ভাব এড়াতে শীতের আগেই শুরু হোক ত্বকের যত্ন

সারাবছরই ত্বকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তবে শীতকালে যত্নের প্রয়োজন একটু হলেও বাড়াতে হবে। সঠিক ভাবে ত্বকের যত্ন না নিলে শীতের শুরুতেই আপনার ত্বক রুক্ষ হয়ে পড়বে। আর সেই রুক্ষ এবং শুষ্ক ত্বককে সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কিন্তু বেশ কঠিন।

এখনও জাঁকিয়ে শীত আসতে দেরি রয়েছে ঠিকই, তবে রাতের দিকে শিরশিরানি ভালই অনুভূত হয়। বাতাসও ক্রমশ শুষ্ক হচ্ছে। তার ফলে ত্বক রুক্ষ হওয়ার প্রবণতা বাড়বে।

অতএব এখন থেকেই ত্বকের যত্ন নেওয়া শুরু করুন। প্রতিদিন নিজের জন্য ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করলেই হাতেনাতে ফল পাবেন আপনি। উপকার হতে বাধ্য। রোজ বাড়িতে নিজের ত্বকের যত্ন নেওয়ার জন্য কী কী করবেন একঝলকে দেখে নিন।

ত্বক ময়শ্চারাইজড রাখার জন্য নিয়মিত ভাবে ত্বকে ক্রিম ম্যাসাজ করা প্রয়োজন। শুধু মুখে ক্রিম লাগালেই হবে না। রুক্ষ ও শুষ্ক ভাবে সারা শরীরের ত্বকেই দেখা দেবে। অতএব ফেস ক্রিমের পাশাপাশি বডি লোশনও আপনার সঙ্গী হওয়া প্রয়োজন। নিয়ম করে স্নানের পরে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ক্রিম ম্যাসাজ করা প্রয়োজন। ত্বক খুব রুক্ষ এবং শুষ্ক হলে স্নানের আগে কিংবা পরে ব্যবহার করতে পারেন অলিভ অয়েল। সাবান যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। তার বদলে শাওয়ার জেল এবং ক্রিম বেসড ফেসওয়াশ ব্যবহার করলে ত্বক ভাল থাকবে।

ত্বক হাইড্রেটেড অর্থাত আর্দ্র রাখতে চাইলে এবং রুক্ষ ও শুষ্ক ভাবে দূর করতে হলে শুরু ক্রিম বা লোশন ম্যাসাজ করলেই হবে না। ভিতর থেকেও ত্বককে আর্দ্র রাখা প্রয়োজন। এজন্য আপনাকে বডি হাইড্রেটেড রাখতে হবে।

আর তার জন্য সঠিক পরিমাণে জল খাওয়া প্রয়োজন। এমনিতেই শীতকালে জল একটু কম খাওয়া হয়। তাই বিশেষ করে এই জল খাওয়ার ব্যাপারে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

শীতের রোদ গায়ে মাখতে ভালই লাগে। কিন্তু তাই বলে সানস্ক্রিন ছাড়া একেবারেই বাইরে যাবেন না। শীতের চড়া রোদে বলা ভাল এখন রোজ যেমন রোদ উঠছে তার প্রভাবে ত্বকে ট্যান পড়তে বেশি সময় লাগবে না। শুধু তাই নয় ত্বকে কালচে দাগছোপ হয়ে যাবে।

তাই শীতকালেও অতি অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। সেই সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় ব্যাগে রাখুন ছাতা এবং সানগ্লাস। চাইলে টুপি এবং স্কার্ফও ব্যবহার করতে পারেন।

সারাদিনে একটা বেশি ডিম খেলে কোন রোগের শিকার হতে পারেন?

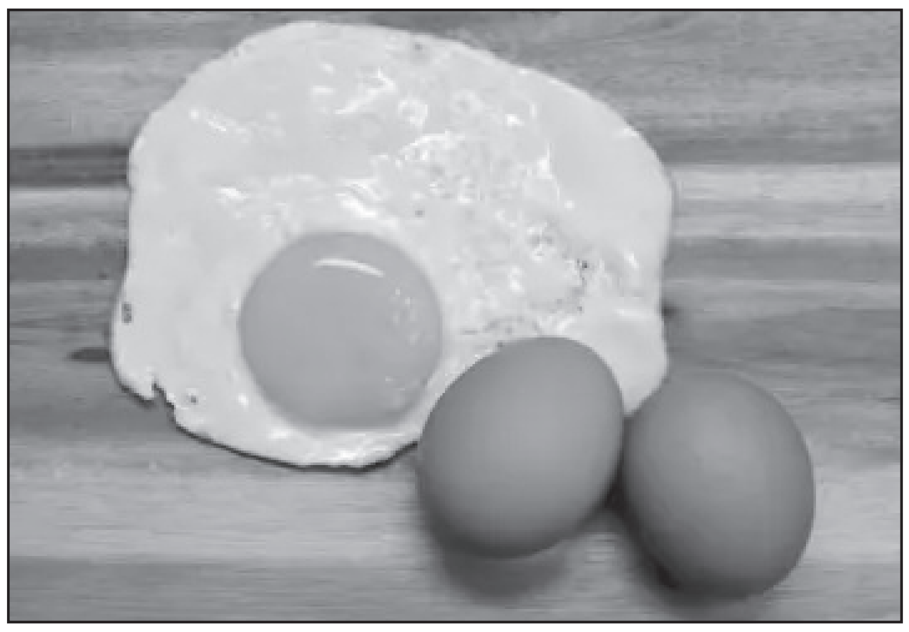

স্বাস্থ্যের উন্নতিতে ডিমের উপকারিতা অনেক। প্রোটিনের পাওয়ার হাউজ বলা হয় একে। একটা বড় সংখ্যক বাড়িতে ব্রেকফাস্টে কিংবা দিনের অন্যান্য সময়ে ডিম খাওয়া হয়ে থাকে।

বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই পছন্দের খাবার ডিম। এছাড়াও অনেক উপকারী গুণাগুণ থাকার কারণে চিকিতসক এবং পুষ্টিবিদরাও নিয়মিত ডিম খাওয়ার পরামর্শ দেন।

কিন্তু যাঁদের শরীরে মধুমেহ রোগ বাসা বেঁধে রয়েছে, তাঁরা কি ডিম খেতে পারেন? পাশাপাশি, অনেকেই দিনে একটার বেশি ডিম খান। মধুমেহ রোগীরা কি দিনে একটা বেশি ডিম খেতে পারেন? মধুমেহ রোগীদের ক্ষেত্রে ডিম শরীরে কী প্রভাব ফেলে? তা স্বাস্থ্যকর নাকি ক্ষতিকর? এছাড়াও, যাঁরা ডিম খেতে পছন্দ করেন। নিয়মিত ডিম খান, তাঁরা দিনে কতগুলো ডিম খেতে পারেন। দিনে একটার বেশি ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকর? জেনে নেওয়া খুবই জরুরি।

সম্প্রতি ব্রিটিশ জার্নাল অফ নিউটিরিশনে একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। একটি সমীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল সম্প্রতি। সেই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন পয়েছে প্রায় আট হাজার মানুষ। সমীক্ষার শেষে দেখা যায়, অংশগ্রহণ করা মানুষদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যক মানুষ যাঁরা দিনে একটার বেশি ডিম খেয়েছিলেন তাঁদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছেয শুধু গ্লুকোজই নয়, যাঁরা বেশি সংখ্যক ডিম খেয়েছিলেন, তাঁদের শারীরিক সক্ষমতা তুলনায় কম দেখা গিয়েছে সমীক্ষায়।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হওয়ার তথ্যের উপর নির্ভর করে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে দিনে একটার বেশি ডিম খেলে বাড়তে পারে মধুমেহ রোগের ঝুঁকি। তাঁদের মতে, ডিমের কুসুমে এক ধরনের উপাদান পাওয়া গিয়েছে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে।

আমরা সকলেই জানি ডিমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। এছাড়াও থাকে কার্বোহাইড্রেট। পুষ্টিবিদদের মতে, ডিমের সাদা অংশ শরীরের জন্য দারুণ উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। কিন্তু ডিম যদি কুসুমের সঙ্গে খাওয়া হয়, কিংবা মাখন, তেল, চিজের সঙ্গে খাওয়া হয়, তাহলে বাড়তে পারে ওজন, কোলেস্টেরল এবং বাড়তে পারে মধুমেহ রোগের ঝুঁকি। তাই সুরক্ষিত থাকার জন্য প্রতিদিন দুটো করে ডিমের সাদা অংশ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়াও ডিম খাওয়ার সবথেকে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে সেদ্ধ করে। তার সঙ্গে অল্প নুন, গোলমরিচ, ধনেপাতা দিয়ে খান।

ডিসক্লেইমার : কপিতে উল্লেখিত দাবি, পদ্ধতি পরামর্শস্বরূপ। প্রয়োজনীয় চিকিতসাপদ্ধতি /ডায়েট ফলো করার জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞ / চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।

সর্দি-কাশির সমাধান থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

শীতকালে রোজ মধু খেলে উপকার পাবেন সামান্য সর্দি-কাশিতে তুলসী পাতার রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

কুসুম গরম জলে মধু মিশিয়ে খেলে কাশির প্রকোপ কমে। তবে এক বছরের কম বয়সী ছোট বাচ্চাদের মধু খাওয়াবেন না।

মধুতে ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামের রেণু থাকে। বয়স্কদের অন্ত্রে এগুলো বংশবিস্তার করতে পারে না, কিন্তু খুব ছোট বাচ্চাদের পেটে বেড়ে উঠে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

শরীরের কোথাও সামান্য কাটা-ছেঁড়া থাকলে মধুর প্রলেপ দেওয়া যায়।

শরীরের কোথাও সামান্য কাটা-ছেঁড়া থাকলে মধুর প্রলেপ দেওয়া যায়। মধুতে উঁচু মাত্রার জীবাণুনাশক উপাদান থাকায় সহজে সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হয়।

মৌমাছি ফুল থেকে যে মধু সংগ্রহ করে, তাতে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ জল থাকে।

রাতে শোওয়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে কুসুম গরম জলে মধু মিশিয়ে খেলে ভালো ঘুম হয়।

গ্যাস্ট্রিক-আলসারে মধু উপকারে আসে। ১০০ গ্রাম কুসুম গরম জলে এক টেবিল-চামচ মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

শীতকালে ঠোঁট ফাটার সমস্যা হয়ে থাকে। রাতে ঘুমের আগে নিয়মিত ঠোঁটে মধু লাগান। এতে উপকার পাবেন। মধু রূপচর্চার কাজেও ব্যবহার করতে পারেন।

শুধু রূপ নয়, গুণেও কম যান না পূজা

রূপে-গুণে কম যান না কারও থেকে। ভারতের শীর্ষ মডেল ছিলেন একসময়। সাফল্য পেয়েছেন সিলভার স্ক্রিনেও। তাও পার্শ্বচরিত্র হয়েই থেকে গিয়েছেন পূজা বাত্রা। পুরোদস্তুর নায়িকা হওয়া হয়নি তাঁর।

বলিউডে মুখ ফেরালেও, বিদেশেও চুটিয়ে অভিনয় করেছেন পূজা। প্রথম বিয়ে ভাঙা থেকে দ্বিতীয় বার সাতপাকে বাঁধা পড়া, সমালোচনা উড়িয়ে দিয়েছেন তুড়ি মেরে। ২৭ অক্টোবর জন্মদিন অভিনেত্রীর।

১৯৯৩ সালে মিস ইন্ডিয়া ইনারন্যাশনাল খেতাব জেতেন পূজা। তাঁর মা নীলম বাত্রাও ১৯৭১ সালে মিস ইন্ডিয়া সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তিনি দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিলেন। সেই সময় লুধিয়ানার সেরা সুন্দরী হিসেবে বিবেচিত হন তিনি।

অল্প বয়সে গ্ল্যামার দুনিয়ায় প্রবেশ ঘটলেও, পড়াশোনা বাদ দেননি পূজা। অর্থনীতিতে স্নাতক পাশ করে এমবিএ করেন তিনি। বিদেশি একটি শ্যাম্পু সংস্থার প্রথম ভারতীয় মুখ হন পূজা। প্রীতি জিন্টা, দীপিকা পাড়ুকোনের আগে বিখ্যাত সাবানের বিজ্ঞাপনেরও মুখ ছিলেন।

১৯৯৭ সালে "বিরাসত" ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন পূজা। তব্বু, অনিল কপূর, অমরীশ পুরির মতো অভিনেতার পাশে দাপটের সঙ্গেই অভিনয় করেছিলেন পূজা। তার জন্য সেরা সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কারও জেতেন।

দীর্ঘ কেরিয়ারে ৩০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন পূজা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি হল, "তাজ মহল-অ্যান ইটারনাল লভ স্টোরি", "ভাই", "চন্দ্রলেখা", "কহিঁ প্যায়ার না হো জায়ে"। সলমন খান, জ্যাকিশ্রফ, সঞ্জয় দত্তের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন।

নিজের প্রযোজনা সংস্থাও রয়েছে পূজার। হলিউড-বলিউড দুই ক্ষেত্রেই ছবি তৈরি করে ওই সংস্থা। তাঁর সংস্থার "কমবখ্ত ইশক" ছবিটি সাড়া ফেলেছিল। তাতে সিলভেস্টার স্ট্যালোন, ডেনিস রিচার্ডসরা কাজ করেন। নিকোল কিডম্যানকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করে একটি কাস্টিং এজেন্সিও চালায় তাঁর সংস্থা।

২০০২ সালে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসের অর্থপেডিক সার্জন সোনু এস আলুওয়ালিয়ার সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন পূজা। আট বছরের দাম্পত্য শেষে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাঁদের। শোনা যায়, সন্তান-সন্ততি নিয়ে ছাপোষা সংসারে আগ্রহী ছিলেন সোনু। সেই নিয়েই মনোমালিন্য শুরু।

বিবাহবিচ্ছেদের পর দীর্ঘ সময় একাই ছিলেন পূজা। বেশ কয়েক বছর পর বলিউড অভিনেতা নবাব শাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। ২০০৯ সালে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নবাবের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সংযোগ রয়েছে বলে দাবি পূজার।

সমাজসেবার সঙ্গেও যুক্ত পূজা। এইডস নিয়ে কাজ করা মুক্তি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত তিনি। গৃহহীনদের মাথার উপর ছাদ গড়ে দেওয়া থেকে অপরাধ দমনে বম্বে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। কাশ্মীর যুদ্ধের প্রবীণ সৈনিকদেরও পাশে দাঁড়ান। পূজার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৭ কোটি ৭ লক্ষ ডলার।

আসছে শীতকাল, কেন অবশ্যই খাওয়া দরকার বেদানা?

স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী ফল বেদানা। প্রচুর পরিমাণে উপকারী উপাদানে সমৃদ্ধ বেদানা স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শরীরে রক্তের মাত্রা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে বেদানা। এছাড়াও এতে থাকা ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

এছাড়াও কেন শীতকালে বেদানা অবশ্যই খাওয়া দরকার, কী কী উপকারী উপাদান রয়েছে এতে

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেম, বেদানাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে এমন কিছু উপকারী উপাদান, যা শরীরকে স্ট্রেস মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

নিয়মিত খাবারের তালিকায় বেদানা রাখলে হজমশক্তি উন্নত হয়। পাকস্থলীর প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে এবং পাকস্থলীর আলসার সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

এতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্টস। বেদানা লাল রঙের হয় কারণ এতে পলিফেনল থাকে। এটি এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। যা শরীরের বিভিন্ন প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এবং কোষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে।

নিয়মিত বেদানার রস খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। শীতকালে নিয়মিত বেদানা খেলে ঠান্ডা লাগা, কাশি, সর্দি, জ্বর প্রভৃতির হাত থেকে বাঁচায় এতে থাকা ভিটামিন সি।

হৃদপিন্ডের জন্যও দারুণ উপকারী বেদানা। নিয়মিত বেদানা খেলে রক্ত সঞ্চালন সঠিক হয় এবং রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়াও রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কম করতে সাহায্য করে।

যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য দারুণ উপকারী বেদানা। নিয়মিত খাবারের তালিকায় রাখলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। স্ট্রোকের হাত থেকে মস্তিষ্ককে রক্ষা করে বেদানা। মধুমেহ রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী বেদানার ভিতরের বীজ। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বেদানার মধ্যেকার বীজ বের করে তা গুঁড়ো করে রাখুন মিক্সিতে। এবার সেই গুঁড়ো নিয়মিত এক চামচ করে গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে খান। রক্তে ইনসুলিন তৈরির প্রক্রিয়া সঠিক থাকবে।

আজকের এই ব্যস্ততার জীবনে নতুন প্রজন্মের অনেকেরই অভিযোগ থাকে যে তাঁদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, নিয়মিত বেদানা খেলে স্মৃতিশক্তি উন্নত হয়।

ডিসক্লেইমার : কপিতে উল্লেখিত দাবি, পদ্ধতি পরামর্শস্বরূপ। প্রয়োজনীয় চিকিতসাপদ্ধতি/ ডায়েট ফলো করার জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞ / চিকিতসকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।

চোখের পাতা কেঁপে ওঠা যেসব রোগের লক্ষণ

হঠাত করে চোখের পাতা লাফিয়ে ওঠে। অনেকেই বলে থাকেন, নিশ্চয়ই অসুস্থতা বাড়বে বা বিপদ আসতে চলেছে! যদিও এসব কুসংস্কার। আসলে চোখের পাতা কেঁপে ওঠার কয়েকটি কারণ আছে, যা শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। সাধারণত পেশীর সংকোচনের ফলেই চোখের পাতা কেঁপে ওঠে। ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলা হয় মিয়োকোমিয়া।

দিনে দুই একবার এমনটি হওয়া স্বাভাবিক। তবে যদি মাত্রাতিরিক্ত হয় ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় চোখ লাফানো; সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাত্রাতিরিক্ত চোখের পাতা কাঁপা বা লাফানোর কারণ হতে পারে ৭টি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। জেনে নিন সেগুলো-

মানসিক চাপের কারণেও এমনটি হতে পারে। অনেকেই মানসিক চাপে ভুগে থাকেন। এর ফলে শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। ঠিক তেমনই চোখের পাতা লাফানো মানসিক চাপের লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে।

পরিমিত ঘুমের অভাব বা অন্য কোনো কারণে ক্লান্তি থেকেও চোখের পাতা লাফাতে পারে। এর জন্য পরিমিত ঘুম দরকার। তাহলে চোখের পাতা লাফানোও ঠিক সেরে যাবে। চোখের সমস্যার কারণেও এটি হতে পারে। দৃষ্টিগত যেকোনো সমস্যা থাকলে, তা চোখের উপর চাপ পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে; চোখের দৃষ্টিতে তা প্রভাব ফেলতে পারে। অতিরিক্ত ক্যাফেইন ও অ্যালকোহল গ্রহণের ফলেও চোখের পাতা কেঁপে উঠতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যাফেইন এবং অ্যালকোহল অতিরিক্ত সেবনে মিয়োকোমিয়া হতে পারে। তাই এসব বর্জন করাই শ্রেয়। কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, অতিরিক্ত অ্যালকোহলের প্রভাব, চোখে কন্ট্যাক্ট লেন্স ঠিকমতো না বসানো কিংবা বয়সজনিত কারণে চোখের মধ্যকার নার্ভ দুর্বল হয়ে পড়ে। চোখের শুষ্কতার কারণে চোখের পাতা লাফায় বলে চক্ষু চিকিৎসকরা মনে করেন। পুষ্টির ভারসাম্যহীনতাকেও চোখের পাতা লাফানোর একটি কারণ হিসেবে দেখানো হয়। বিশেষ করে ম্যাগনেসিয়ামের অভাবজনিত কারণে এমনটি হতে পারে। অ্যালার্জির ফলে অনেকের চোখ চুলকায়। এক্ষেত্রে চোখের জলের সঙ্গে হিস্টামিনও নির্গত হয়। এ কারণে চোখ কেঁপে উঠতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। অতিরিক্ত চোখ লাফানোর প্রতিকার হিসেবে গোলাপ জল ব্যবহার করতে পারেন। ঠান্ডা গোলাপ জলে একটি সুতির কাপড় ডুবিয়ে চোখের উপর দিতে পারেন।

রোজ রোজ ফুলকপি খেলে কী হবে জানা আছে?

পছন্দ মতো রান্না করে দেদার খাচ্ছেন? ফুলকপি স্বাস্থ্যের উপকার করে নাকি ক্ষতি, ভেবে দেখেছেন একবার? বিশেষজ্ঞদের মতে, ফুলকপি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতেও সাহায করে। তাই শীতকালে নিয়মিত খাবারের তালিকায় রাখা প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ফুলকপি আমাদের শুধু খেতেই সুস্বাদু নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও দারুণ উপকারী। এতে থাকা উপকারী উপাদান, শরীরের ক্যানসার কোষগুলি ধ্বংস করে। বিশেষ করে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ফুলকপি।

অনেকেরই ধারণা রয়েছে, ফুলকপি খেলে বুঝি পেটের গোলমাল দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞরা সেই ধারণাকে নস্যাত করে জানাচ্ছেন, হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে ফুলকপি। তার সঙ্গে শরীর থেকে যাবতীয় দূষিত পদার্থ বের করে দিতেও সাহায্য করে।

ফুলকপিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। যা হাড় মজবুত রাখার জন্য খুবই জরুরি। হাড় সুস্থ রাখার জন্য পর্যাপ্ত ক্যালশিয়াম রয়েছে ফুলকপিতে।

গবেষকরা জানাচ্ছেন, বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ত্বককে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করে ফুলকপিতে থাকা উপকারী উপাদান। ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকিও কমাতে সাহায্য করে। ত্বকের মতো চুলের জন্যও দারুণ উপকারী ফুলকপি। যাঁদের চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে কিংবা চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে, তাঁদের নিয়মিত খাবারের তালিকায় ফুলকপি রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। জানাচ্ছেন, চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে এবং চুল উজ্জ্বল করে তুলতে এটি দারুণ কার্যকরী।

স্নায়ুর বিভিন্ন সমস্যা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে ফুলকপি। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত খাবারের তালিকায় রাখলে অ্যালজাইমার্স বা স্মৃতিভ্রংশের ঝুঁকি অনেকটা কমে।

যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে তাঁদের জন্যও খুবই উপকারী ফুলকপি। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে উপকারী কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ফুলকপিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি, শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমতে দেয় না। ওবেসিটির হাত থেকে স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে। ডিসক্লেইমার : কপিতে উল্লেখিত দাবি, পদ্ধতি পরামর্শস্বরূপ। প্রয়োজনীয় চিকিৎসাপদ্ধতি/ ডায়েট ফলো করার জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞ / চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।

রবিবার দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান দেখেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ভারত: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) :"সৌর শক্তির" গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সমগ্র বিশ্ব সূর্যের শক্তিতে তার ভবিষ্যত দেখছে, যখন ভারত তার প্রাচীন ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতাকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করছে এবং আজ শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে ভারত সৌর শক্তি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এর ৯৪ তম সংস্করণে ভাষণ দেওয়ার সময় ছট পূজা উপলক্ষে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, "সূর্য পূজা প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির গভীর সংযোগের প্রমাণ। মোদী "এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত"-র উদাহরণ হিসাবে ছটকে উদ্ধৃত করে যোগ করেছেন, উৎসবটি আজ দেশের বিভিন্ন অংশে সম্প্রদায়ের দ্বারা অত্যন্ত উতাহের সঙ্গে উদযাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "ছট পূজা 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর একটি বড় উদাহরণ। দিল্লি, মুম্বই এবং গুজরাটের অনেক অংশ সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় ছট ব্যাপকভাবে আয়োজিত হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশীয় পণ্য উৎপাদন ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া ছট পূজা অসম্পূর্ণ। ছট উৎসব জীবনে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বকেও গুরুত্ব দেয়। এই উৎসবের আগমনে রাস্তাঘাট, নদী, ঘাট, জলের বিভিন্ন উৎস, সবই পরিষ্কার করা হয় কমিউনিটি পর্যায়ে। ছট উৎসবও "এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত"-এর উদাহরণ।ভারতের ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতাকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি বলেন, সূর্যের পূজার মাধ্যমে আমাদের জীবনে সূর্যালোকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সৌর শক্তি" আজ এমন একটি বিষয় যেখানে সমগ্র বিশ্ব তার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে এবং ভারতের জন্য, সূর্য ঈশ্বর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কেবল উপাসনা নয়, জীবনযাত্রারও কেন্দ্রবিন্দুতে বাস করছেন।ভারত আজ তার ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতাকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে একত্রিত করছে, এই কারণেই, আজ আমরা বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছি। সৌরশক্তি কীভাবে আমাদের দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের জীবন বদলে দিচ্ছে তাও একটি গবেষণার বিষয়। তিনি বলেন, ভারত তার প্রাচীন ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতাকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করছে এবং আজ সৌর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ। মোদী বলেন, 'আপনি কি কখনও ভাবতে পারেন যে আপনি এক মাস বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারেন এবং আপনার বিদ্যুতের বিল পাওয়ার পরিবর্তে আপনি বিদ্যুতের টাকা পাবেন? সৌরশক্তিও এই কাজ করেছে।

দেশের প্রথম সৌর গ্রাম গুজরাটের মোধেরার কথা বলতে গিয়ে মোদী বলেন, "মোধেরা গ্রামের প্রায় সব পরিবারই তাদের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সৌরশক্তি ব্যবহার করে। সেখানকার মানুষ শুধু সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে না, তা থেকে আয়ও করছে। মোধেরা এখন সারা দেশের জন্য মডেল হয়ে উঠেছে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সৌর শক্তি ব্যবহার করছে এবং আমাদের দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের জীবন পরিবর্তন করছে। এই পর্বে, প্রধানমন্ত্রী কাঞ্চিপুরমের (তামিলনাড়ু) কৃষক থিরু কে. ইজিলান সম্পর্কে। একইভাবে, ভরতপুরের (রাজস্থান) কমলজি মীনা আরও অনেক ছোট শিল্পকে সৌরশক্তি দিয়ে সংযুক্ত করছেন।

ভারত পরিবহন বিমানের প্রধান উৎপাদক হয়ে উঠবে: প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভাদোদরা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): "মেক ইন ইন্ডিয়া এবং মেক ফর দ্য গ্লোব" মন্ত্রে ভারত তার সক্ষমতা বাড়াচ্ছে বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার গুজরাটের ভাদোদরায় সি-২৯৫ পরিবহন বিমান তৈরির কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে তিনি বলেছেন, ভারত ভবিষ্যতে বিশ্বের বড় যাত্রীবাহী বিমানের নির্মাতাও হবে। এদিন ভাদোদরায় পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীর অশ্বারোহীরা অভ্যর্থনা জানাতে রাস্তার দুপাশে ভিড় জমায়। এদিন তিনি বলেন, 'আমরা ভারতকে বিশ্বের একটি বড় উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য বিশাল পদক্ষেপ নিচ্ছি। ভারত তার ফাইটার প্লেন, ট্যাঙ্ক এবং সাবমেরিন তৈরি করছে এবং ভারতে তৈরি ওষুধ ও ভ্যাকসিন আজ বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে। ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, ভারতে তৈরি ফোন এবং গাড়ি বিশ্বের অসংখ্য দেশে ছড়িয়ে আছে। মেক ইন ইন্ডিয়া এবং মেক ফর দ্য গ্লোব পদ্ধতিতে ভারত এই মন্ত্রের মাধ্যমে তার সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। 'সি-২৯৫-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য পরিবহন বিমান যা টাটা-এয়ারবাস দ্বারা নির্মিত হবে। ভারত পরিবহন বিমানের নির্মাতাও হবে। এটি আজ ভারতে শুরু হচ্ছে। আমি সেই সময় দেখছি, যখন বিশ্বের বড় যাত্রীবাহী বিমানগুলি ভারতে তৈরি হবে। তাদের উপর "মেড ইন ইন্ডিয়া" খোদাই করা হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভদোদরায় যে সুবিধাটি আজ চালু করা হয়েছে, তাতে ভারতের প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ খাতকে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি প্রথমবারের মতো দেশের প্রতিরক্ষা মহাকাশ খাতে এত বড় বিনিয়োগ করা হচ্ছে।'প্রতিরক্ষা সচিব আরমানে গিরিধরের মতে, ৪০টি বিমান তৈরি ছাড়াও ভাদোদরায় এই সুবিধাটি বিমান বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা এবং রফতানির জন্য অতিরিক্ত বিমান তৈরি করবে।প্রসঙ্গত, সি-২৯৫ এয়ারক্রাফ ম্যানুফ্যাকচারিং সুবিধা চালু করার সাথে সাথে ভারত সামরিক পরিবহন বিমান তৈরির ক্ষমতা সহ প্রায় এক ডজন দেশের একটি খ্যাতিমান জায়গাতে প্রবেশ করবে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ইউক্রেন, ব্রাজিল, চিন ও জাপানের সেই ক্ষমতা রয়েছে।

নৈহাটিতে গুলিবিদ্ধ তৃণমূলকর্মীর মৃত্যু কল্যাণীর হাসপাতালে, এলাকায় উত্তেজনা

কল্যাণী, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : নৈহাটির শিবদাসপুর স্কন্দপুকুরে শনিবার সন্ধ্যায় গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী জাকির হোসেন কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ, রবিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ভরসন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার শিবদাসপুরে গুলি-বোমাবাজি হয়। আহত হয়েছিলেন অন্তত তিন জন। আহতদের কল্যাণীর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিন সকালে জখম তৃণমূল কর্মী জাকিরের মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছতেই পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয়রা পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই গোলমালের ঘটনায় রাজনৈতিক রং রয়েছে কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভরসন্ধ্যায় নৈহাটির কাছে শিবদাসপুরে ওই গন্ডগোলে জাকির হোসেন নামে একজন তৃণমূলকর্মী গুলিবিদ্ধ হন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, তাঁর শরীরের তিন জায়গায় গুলি লেগেছে। এ ছাড়াও বোমাবাজিতে আহত হয়েছেন আরও দু'জন। সবাইকেই কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে ইউসুফ নামে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরই ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় শিবদাসপুরে বাইকে করে আসে জনা ছয়েক দুষ্কৃতী। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার আলো নিভিয়ে দিয়ে তারা তাণ্ডব চালায়। যথেচ্ছ বোমা ছুড়তে শুরু করে। চলতে থাকে গুলিও। তখনই জাকিরের গায়ে তিনটি গুলি লাগে। ঘটনায় এলাকায় এখন উত্তেজনা রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রাম্য বিবাদের জেরেই এই ঘটনা। যদিও পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই গোলমালের ঘটনায় রাজনৈতিক রং রয়েছে কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদলের অন্তর্দন্দ্বের ফলেই এরকম ঘটনা ঘটেছে। সরকারি টাকা, ক্ষমতা ও এলাকার দখলদারি নিয়েই নিজেদের মধ্যে ঝামেলা। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য, শাসকদলের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়েই বিরোধীরা অপপ্রচার করছে। এভাবে তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করা যাবে না। এলাকার শান্তি নষ্ট করতেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা একাজ করে থাকতে পারে।

শেষ ওভারের থ্রিলারে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৩ রানে জয় বাংলাদেশের

বিসব্রেন, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : টি-২০ বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৩ রানে জয় পেল বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে সেমিফাইনালে ওঠার দৌড়েও টিকে রইল বয়্যাল বেঙ্গল টাইগাররা। রবিবার ব্রিসবেনে গাব্বার ফ্রেশ উইকেটে টস জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। প্রথমে ব্যাট করে বেঙ্গল টাইগাররা ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান তোলে। বাংলাদেশের হয়ে ওপেনার নাজমুল হোসেন সান্টো ৫৫ বলে ৭১ রানের ইনিংস খেলেন। জবাব ১৫১ রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই মিডিয়াম পেসার তাস্কিন আহমেদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে জিম্বাবোয়ে টপ অর্ডার। পাওয়ার প্লে-তে জিম্বাবোয়ে ৩৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। বাংলাদেশের হয়ে সফল বোলার তাস্কিন আহমেদ ১৯ বলে ৩ উইকেট নিয়েছেন। তিনিই ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন । জিম্বাবোয়ের সিন উইলিয়ামস ৪২ বলে ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভাদোদরা(গুজরাট), ৩০ অক্টোবর (হি.স.): আজ রবিবার ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য একটি পরিবহন বিমান উতাদন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে মেসার্স এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস এসএ স্পেন থেকে সি-২৯৫ মেগাওয়াট পরিবহন বিমান ক্রয়ের অনুমোদন দেয়। এরপরে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সহ বিমান অধিগ্রহণের জন্য মেসার্স এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস এসএ-এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ২১,৯৩৫ কোটি টাকা। বিমান বেসামরিক কাজেও ব্যবহার করা যাবে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আগস্ট ২০২৫ এর মধ্যে প্রথম ১৬টি বিমান পাওয়া যাবে।

সি-২৯৫ মেগাওয়াট হল একটি ৫-১০ টন ধারণ ক্ষমতার সমসাময়িক প্রযুক্তির ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফ। দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং সৈন্য ও তাদের জিনিষপত্র নামানোর জন্য এটির পিছনে একটি র‍্যাম্প দরজা রয়েছে।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও রবিবারও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় পাঁচমাসেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম। রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

ভারতে ২১৯.৬৩-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ২১৯.৬৩-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৩২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৬৩-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা-২১৯,৬৩,১৫,৪৩৮ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬০৪ জন। মোট কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা ৯০.০৭ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়েছে। শুধু গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৮১ জন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৩৩ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে সুস্থতার হার ৯৮.৭৭ শতাংশ।

কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের জনসংযোগ

হলদিবাড়ি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যসভাপতি তথা কেন্দ্রীয় নেতা দিলীপ ঘোষের পথে হেঁটে রবিবার সকালে প্রাতঃ ভ্রমণে বের হয়ে জনসংযোগ সারলেন কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। চলল চায়েপে চর্চাও। রবিবার সকালে রবিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে পথ চলতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। হলদিবাড়ি বাঁশ কালী মন্দির, হুজুরের মাজারে এবং কালীবাড়ি ও বিডিও অফিসের ছটঘাটে উপস্থিত হন তিনি। সেইসঙ্গে আমেজ মোড়ে চায়ের দোকানে কর্মীদের সঙ্গে বসে চা পান করেন অভিজিৎ। এদিন জেলা সভাপতির সঙ্গে ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, তৃণমূলের হলদিবাড়ি ব্লক সভাপতি গোপাল রায়, শহর সভাপতি পূরবী রায়প্রধান, ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস সহ একাধিক নেতৃত্ব।

হস্তি শাবকের দেহ উদ্ধার নকশালবাড়িতে চাঞ্চল্য

নকশালবাড়ি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : সাতসকালে হস্তি শাবকের মৃতদেহ উদ্ধার দার্জিলিং জেলায়। রবিবার সকালে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত সাতভাইয়া ডিভিশনের ৯ নম্বর সেকশনে নালার মধ্যে হস্তি শাবককে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। রবিবার সকালে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত সাতভাইয়া ডিভিশনের ৯ নম্বর সেকশনে নালার মধ্যে একটি হস্তি শাবককে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।শাবকটির বয়স আনুমানিক ৪ মাস। মৃত শাবকটির কাছেই রয়েছে মা হাতিটি।

দেশবাসীর সঙ্গে মনের কথা ভাগ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : আজ ৩০ অক্টোবর মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশবাসীর সঙ্গে নিজের মনের কথা ভাগ করে নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বেলা ১১-টায় আকাশবাণী ও দূরদর্শনে প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে জনগণের সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। এটি হবে মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ৯৪-তম পর্ব। প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান শোনা যাবে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রায় সবকটি প্রচার তরঙ্গে বেলা ১১-টা থেকে। এছাড়াও পিএমও, এআইআর, নিউজ, ডিডি নিউজ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ইউটিউব চ্যানেলেও অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা শোনার জন্য দেশবাসীও যথেষ্ট উদগ্রীব থাকেন। এবার প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষায় গোটা দেশ।

ধসে ৪ বছরের শিশুর মৃত্যু, দুজন আহত

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): শনিবার মুম্বাইয়ের ট্রম্বেতে চিতা ক্যাম্পের দত্ত নগর বস্তিতে একটি বাড়ির একটি অংশ ধসে একটি ৪ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যু এবং একটি শিশু সহ দুজন আহত হয়েছে। এ ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সূত্রে জানা গেছে, শনিবার মুম্বইয়ের ট্রম্বে চিতা ক্যাম্পের দত্ত নগর বস্তিতে বাড়ির একটি অংশ ধসে একটি ৪ বছর বয়সী শিশু মারা গেছে এবং একটি শিশু সহ দুইজন আহত হয়েছে। শনিবার ৭টা ১৬ মিনিটে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। পরে ফায়ার ব্রিগেডের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ শুরু করে।

সহ্য হল না প্রিয় দলের পরাজয়, মাঠেই মৃত্যু ইস্টবেঙ্গল সমর্থকের

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : কলকাতা ডার্বিতে এটিকে মোহনবাগানের জয় কিছুটা হলেও ফিকে হয়ে গেল। শনিবার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সাক্ষী থাকল এক মর্মান্তিক ঘটনার। খেলার উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে মাঠেই মৃত্যু হয়েছে এক ইস্টবেঙ্গল সমর্থকের। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম জয়শংকর সাহা (৩৮)। বাড়ি বাগুইআটিতে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের দাবি, খেলার চাপ সহ্য করতে না পেরে মাঠের মধ্যেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে থাকেন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, রাত ৯টা বেজে ৭ মিনিটে ওই সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পরিবারে স্ত্রী এবং এক সন্তান রয়েছে। মৃতদেহ এখনও পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। সেটা হাসপাতালের মর্গেই রাখা হয়েছে। আগামী সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। তারপরেই দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। শনিবার কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দুই দল মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৬২ হাজার সমর্থক খেলা দেখতে এসেছিলেন। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের মঞ্চে এই প্রথমবার কলকাতায় মুখোমুখি হল মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু, এই ফুটবল উৎসবের মধ্যেই যে এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকতে হবে, সেটা বোধহয় কেউ কল্পনাও করতে পারেননি।

ছট উৎসবে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার সূর্য দেবতা এবং প্রকৃতির পূজায় নিবেদিত ছট মহাপর্ব উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন এক টুইট বার্তায় মোদী বলেন, 'সমস্ত দেশবাসীকে সূর্য দেবতা এবং প্রকৃতির আরাধনায় নিবেদিত ছট উৎসবের শুভেচ্ছা। সকলের জীবন সর্বদা ভগবান সূর্য দেবতার আভা ও ছঠি মায়ের আশীর্বাদে আলোকিত হোক, এটাই কামনা।'উল্লেখ্য, ছট উৎসব কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী থেকে শুরু হয়ে সপ্তমী পর্যন্ত চলে। প্রথম দিন, চতুর্থী তিথি পালিত হয়। পঞ্চমীর দ্বিতীয় দিনে খরনা ব্রত পালন করা হয়। এই দিনে যারা সন্ধ্যায় উপবাস করেন তারা খির ও গুড় ছাড়াও ফল খান। এরপর আগামী ৩৬ ঘণ্টা নির্জলা উপবাস রাখা হয়। পূজায় ছট দেবী প্রসন্ন হন বলে বিশ্বাস করা হয়। এরপর ষষ্ঠীতে নদী বা জলাশয়ে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই মহা উৎসব।

হরিদ্বারে জাল ওষুধ তৈরির কারখানায় হানা উত্তরাখণ্ড এসটিএফ-র

হরিদ্বার, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরাখণ্ড স্পেশাল টাস্ক ফোর্স(এসটিএফ) শনিবার হরিদ্বার জেলার ভগবানপুর থানার অন্তর্গত দাদা জালালপুর গ্রামে জাল ওষুধের একটি কারখানায় অভিযান চালায়। এসটিএফ-র এসএসপি অজয় সিং জানান, খালিদ হুসেনের বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে জাল ওষুধ তৈরির মেশিন, তিনটি জাল ওষুধের বাক্স, ৩১৬০টি ওষুধ, জাল মোড়ক এবং নকল ওষুধের কারখানায় কাঁচামাল উদ্ধার করেছে। তিনি বলেন, সারওয়ান কুমার ও রবি মিশ্র নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রধান অভিযুক্ত খালিদ ও তার স্ত্রী শামা আনসারি পলাতক। জায়গাটি ড্রাগ ইন্সপেক্টর এবং এসডিএম রুরকি সিল করা হয়েছে।

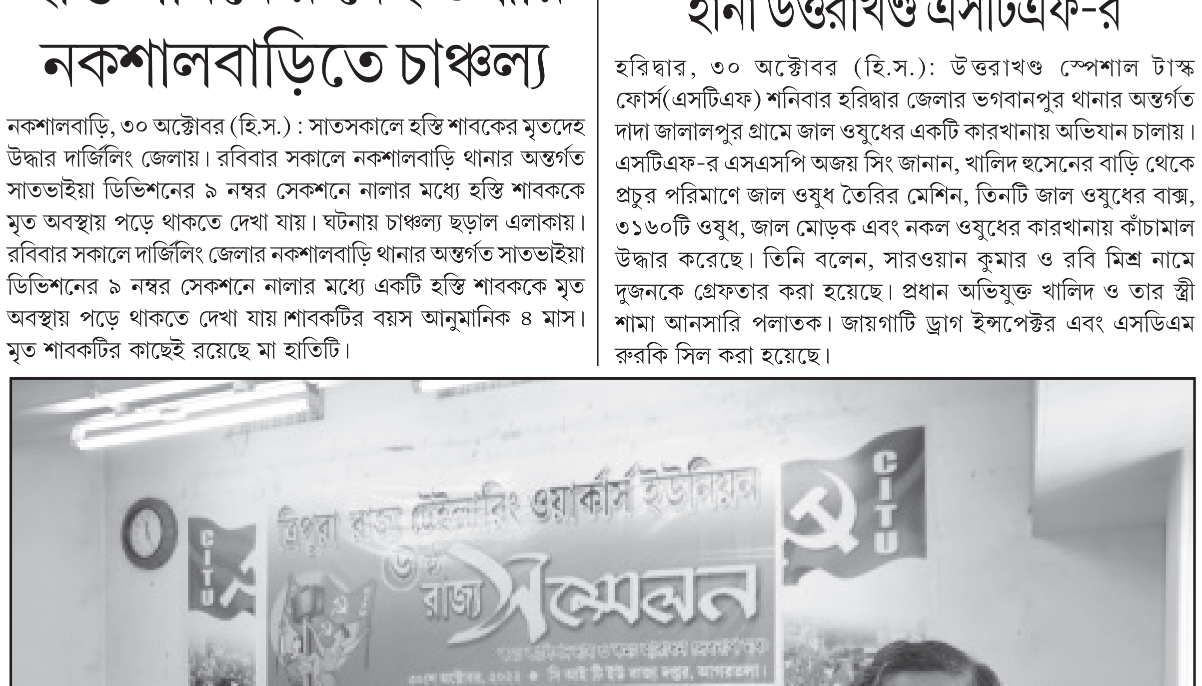

ত্রিপুরা টেইলারিং ওয়ার্কার ইউনিয়নের সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী মানিক দে। ছবি নিজস্ব।

মন্ত্রীর পুত্রের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগের বিরোধীতায় কৈলাসহরে মহিলা মোর্চার মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। চলতি মাসের ১৭ শে অক্টোবর ফটিকরায় থানার অধীনে কাঞ্চনবাড়ি বাজার এলাকায় এক নাবালিকা কন্যাকে কিছু অভিযুক্তরা তুলে নিয়ে গিয়ে কুমারঘাট নেতাজি চৌমুহনী এলাকায় একটি বিল্ডিংয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ উঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু চক্রান্তকারীরা মন্ত্রী ভগবান দাসের পুত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে সারা রাজ্যের সাথে শনিবার ৫৩ কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের মহিলা মোর্চা এবং ৫২ চন্ডিপুর বিজেপি মণ্ডলের মহিলা মোর্চার যৌথ উদ্যোগে কৈলাশহর রাজপথ কাঁপিয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলটি কৈলাশহর বিজেপি জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কৈলাশহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কৈলাসহর পুরপরিষদের সামনে এক পথ সভায় মিলিত হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সিদ্ধার্থ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর মন্ডলের সহ-সভাপতি প্রশান্ত দে, কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত মিত্র, চন্ডিপুর মন্ডলের মণ্ডল সভাপতি শ্যামকুমার সিনহা এবং কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মুক্তা পাল।

হিমাচল বিধানসভা নির্বাচনে ৬৮টি আসনে ৪১২ জন প্রার্থী

সিমলা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন হওয়ায় অনেক বিদ্রোহী নেতা তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন এবং বাকিরা নির্বাচনী ময়দানে রয়েছেন। সব মিলিয়ে ৪১২ জন প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন। মোট ৫৫১ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছিলেন, যার মধ্যে ৪৬টি মনোনয়ন বাতিল হয়েছে এবং ৯১ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। তাই, মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর ৬৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৪১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।কাংড়া জেলায় সর্বাধিক ৯১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সিমলা জেলা থেকে ৫০ জন মনোনীত প্রার্থী, মান্ডি জেলায় ৬৭ জন প্রার্থী, সোলানে ৩২ জন, সিরমাউর জেলায় ২৯ জন, বিলাসপুরে ২৯ জন, হামিরপুরে ৩২ জন, কিন্নর থেকে পাঁচজন, লাহৌলে তিনজন প্রার্থী রয়েছেন। চম্বায় ২৪, কুল্লুতে ২৪, উনায় ২৬ জন প্রার্থী নির্বাচনী ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

বাগদাদে ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত

বাগদাদ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার উত্তর-পূর্ব বাগদাদে একটি ট্যাঙ্কার ট্রাক বিস্ফোরণে অন্তত আটজন নিহত এবং আরও ১৮ জন আহত হয়েছেন বলে ইরাকি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আল-বিনুক আশেপাশে অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনার পর তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস বহনকারী চলন্ত ট্রাকটিতে বিস্ফোরণ ঘটে, যা আশেপাশের বেশ কয়েকটি বেসামরিক গাড়ি এবং ভবন ক্ষতিগ্রস্ত করে।মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে কারণ অ্যাম্বুলেন্স এবং আহতদেরকে নিকটবর্তী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।এদিকে, ইরাকি প্রশাসন এক বিবৃতিতে মারাত্মক বিস্ফোরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে ঘটনার তদন্তের পরই বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

অঙ্কিতা ভান্ডারি মামলার অভিযুক্ত পুলকিতের বনন্তরা রিসোর্টে আগুন পুলিশকর্মীদের মধ্যে তোলপাড়

ঋষিকেশ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): দেড় মাস আগে উত্তরাখণ্ডে অঙ্কিতা ভান্ডারী হত্যা মামলার পরে লাইমলাইটে আসা বনন্তরা রিসোর্টের পিছনে ক্যান্ডি কারখানায় রবিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় আকস্মিক আগুন লাগে। এতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশ সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর কর্তারা। রবিবার সকালে বনন্তরা ঘটনার মূল অভিযুক্ত পুলকিত গুপ্তের ক্যান্ডি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বর্তমানে ঋষিকেশ ও লক্ষ্মণ ঝুলা থেকে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বনন্তরা রিসোর্টের ঠিক পিছনেই রয়েছে বিজেপির বহিষ্কৃত নেতার ছেলে অভিযুক্ত পুলকিত গুপ্তের মিষ্টির কারখানা। বনন্তরা পর্বের পর এখানে পিএসি মোতায়েন করা হয়েছে।
রবিবার সকালে, রিসোর্টের বাইরে অবস্থানরত পিএসি ব্যাটারির শর্ট সার্কিটের কারণে কারখানা এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান।
জানা গিয়েছে, রিসর্টটি বিতর্কের কবলে আসার পরে সরকারের নির্দেশে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে দল পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দেনাপাওনা

● প্রথম পাতার পর

ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। এই রক্তাক্ত অবস্থা নিয়ে রাধা কিশোরপুর থানায় মধ্যরাতে ছুটে আসে নিশি , বিচারের দাবিতে। জানা গিয়েছে, নিশি এই মারধরের ঘটনায় রাজীবের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করে। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় উদয়পুর শহর এলাকায়।

চিকিৎসার জন্য

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণ করছে। তিনি বলেন, মনোরোগ চিকিৎসকদের মানুষের সাথে মিশতে হবে। তাদের প্রক'ত মানসিক সমস্যা অনুধাবন করার জন্য মনোরোগ চিকিৎসকদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্পসারণের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এতে বহির্রাজ্যে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার প্রবণতাও কমছে। রাজ্যের মানুষ রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা উপর আস্থাশীল হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

অনুষ্ঠানে ইণ্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখার ২২তম বার্ষিক সম্মেলনে ২ জন প্রবীণ মনোরোগ বিশেষ' ডা. এ কে নাথ ও ডা. জীবন চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা 'পন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইণ্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সহসভাপতি ডা. দীপায়ন সরকার। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, ডা. প্রিয়জ্যোতি চাকমা, ডা. হরপ্রসাদ শর্মা প্রমুখ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডা. স্বপন চন্দ্র বর্মণ।

গ্রেপ্তার পাঁচ

● প্রথম পাতার পর

গর্ভবতী মায়ের গর্ভের জল শুকিয়ে যাওয়ায় সন্তান প্রসবের সময় শিশুর মাথায় এবং শরীরের উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে।

এতে শিশুটি জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলেও সে জন্মগ্রহণের পর কোন সারা দেয়নি। চিকিৎসকের তরফে তাকে বাঁচানোর জন্য সব ধরনের চেষ্টা করা হয়েছে। পরে তার শারীরিক অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে তড়িঘড়ি হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়। হাঁপানিয়া হাসপাতালে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে মৃত্যু হয় শিশুটির।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় হাসপাতাল চত্বরে। নবজাতকের পরিবারে তরফে হাসপাতালে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠে। পরে হাসপাতালে ছুটে আসে বিশালগড় থানার ওসি বাদল চন্দ্র সাহা সহ বিশাল পুলিশ ও টি.এস.আর বাহিনী। গ্রেপ্তার করা হয় মোট পাঁচজনকে। তার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। নবজাতকের মৃতদেহ রবিবার ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বদলি

● প্রথম পাতার পর

একই শহরে আশপাশের থানায় রদ বদল হয়ে এলাকার মাতব্বরদের সাথে এক প্রকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। যার ফলে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে স্বরাষ্ট্র দপ্তর বড়সড় রদ বদলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এদিন।

জেলা হেডকোয়ার্টার থেকে তাদের নির্ধারিত থানা পাঠানো হবে বলে জানা যায়। পাশাপাশি এই দিন জিআরপি এবং ট্রাফিক ইউনিটেও বদলি করা হয়েছে কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে। যাই হোক বর্তমান সরকারের আমলে বহু ইন্সপেক্টরকে ডিএসপি পদে গণহারে পদোন্নতি দেওয়ার ফলে থানাগুলির অবস্থা এক প্রকার করুন হয়ে পড়েছে। পদোন্নতির পর বেকাদায় এখন তথাকথিত স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

কিশোরী

● প্রথম পাতার পর

একটি মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্ত যুবককে আইনত কঠোর শাস্তি দাবি করেন নাবালিকা মেয়েটি। এদিকে এই ঘটনার পর প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে পূর্ব মহিলা থানায় একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রদেশ সভানেত্রী পান্না দেব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। দাবি জানান অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য। পাশাপাশি পুলিশকে কঠোর হস্তে এ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা মোকাবিলা করার দাবি জানান তিনি।

দম্পতি

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গে বাইক সহ রাস্তায় ছিটকে পড়েন মোহাম্মদ হানিফ সহ উনার স্ত্রী রিনা বেগম। বিকট শব্দ পেয়ে পার্শবর্তী এলাকাবাসী দ্রুত ছুটে আসেন। খবর দেয় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। সেখানে আহতদের অবস্থা গুরুতর হয় তাদের আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর প্রত্যেক ভারতীয়র গর্ব: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রত্যেক ভারতীয়র গর্ব বলে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, একসঙ্গে আমাদের জম্মু ও কাশ্মীরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ দুর্নীতিকে ঘৃণা করে। সে নিজেদের কষ্ট অনুভব করেছে।
রবিবার ভিডিও বার্তার মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর কর্মসংস্থান মেলায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিশ্রুতিশীল যুবকদের জন্য আজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের ২০টি বিভিন্ন জায়গায় সরকারে কাজ করার জন্য নিয়োগপত্র প্রাপ্ত তিন হাজার যুবককে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এই যুবকরা পিডব্লিউডি, স্বাস্থ্য বিভাগ, খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ বিভাগ, পশুপালন, জলশক্তি এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির মত বিভিন্ন বিভাগে চাকরি করার সুযোগ পাবেন। আগামী দিনে অন্যান্য বিভাগে ৭০০ নিয়োগপত্র হস্তান্তরের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে।
জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাসে ২১ শতকের এই দশকের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এখনই সময় পুরানো চ্যালেঞ্জগুলোকে পেছনে ফেলে নতুন সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার। আমি আনন্দিত যে জম্মু ও কাশ্মীরের যুবকরা তাদের রাজ্য এবং জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণে এগিয়ে আসছে।
একটি নতুন, স্বচ্ছ এবং সংবেদনশীল শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের অব্যাহত উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'উন্নয়নের দ্রুত গতির জন্য, আমাদের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, একটি নতুন মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে।' তিনি বলেন, ২০১৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার সরকারি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে গত দেড় বছরে ২০ হাজার চাকরি দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা এবং রাজ্য প্রশাসনের কাজের প্রশংসা করেন। মোদী বলেন, "দক্ষতার সঙ্গে কর্মসংস্থান" মন্ত্র রাজ্যের যুবকদের মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলছে।
প্রধানমন্ত্রী গত আট বছরে কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি তুলে ধরেন। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী ২২ অক্টোবর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'রোজগার মেলা'র আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই প্রচারের আওতায় প্রথম দফায় আগামী কয়েক মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ১০ লাখেরও বেশি নিয়োগপত্র দেবে।" সরকার কর্মসংস্থানের প্রচারের জন্য রাজ্যে ব্যবসার পরিবেশের পরিধি প্রসারিত করেছে। তিনি বলেন, নতুন শিল্পনীতি এবং ব্যবসায়িক সংস্কার কর্মপরিকল্পনা ব্যবসায় সহজ করার পথ প্রশস্ত করেছে, যা এখানে বিনিয়োগে ব্যাপক উৎসাহ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে গতিতে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো চলছে তাতে এখানকার পুরো অর্থনীতিই বদলে যাবে। তিনি কাশ্মীর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ট্রেনের মাধ্যমে সংযোগ বাড়ায় এমন প্রকল্পের উদাহরণ তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, শ্রীনগর থেকে শারজাহ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এখানকার কৃষকরাও বর্ধিত সংযোগ থেকে প্রচুর উপকৃত হয়েছে কারণ জম্মু ও কাশ্মীরের আপেল চাষিদের জন্য এখন তাদের পণ্য রাজ্যের বাইরে পাঠানো সহজ হয়েছে। সরকার ড্রোনের মাধ্যমে পরিবহন প্রচারে কাজ করছে।

কাশ্মীরে বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে ভয়াবহ ধস, মৃত ৪, আহত আরও ৬

জম্মু, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): কাশ্মীরে ফের ভয়াবহ ধস। এবার বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে ধস নেমে প্রাণ গেল অন্তত ৪ জনের। আহত আরও ৬ জন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ সিনহা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং। শনিবার সন্ধ্যায় কিশতওয়ার জেলায় একটি ভূমিধসে দ্রাবশালা-রাতালে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সাইটে ঘটনাটি ঘটেছে। এ সময় এক পুলিশ ও জেসিবি অপারেটরসহ চারজন নিহত ও ছয়জন গুরুতর আহত হন। জেসিবি অপারেটরের নাম মনোজ কুমার। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ শেষ।স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ারে একটি মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সুড়ঙ্গের ভিতরে আচমকাই ধস নামে। সেসময় সুড়ঙ্গের ভিতরে কাজ করছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। একটি জেসিবিও ছিল সুড়ঙ্গের ভিতরে। আচমকা ধস নামায় তারা প্রত্যেকেই আটকে পড়েন সুড়ঙ্গের মধ্যে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় উদ্ধারকারী দল। দ্রুত সুড়ঙ্গে ঢুকে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্ধারকারী দলের বেশ কয়েকজন আটকে পড়েছেন বলেও খবর। সরকারী সূত্র অনুসারে, একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর এবং জেসিবি অপারেটর সহ চারজনকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মারা যান।
সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দুটি বোমা বিস্ফোরণে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন অন্তত তিন শতাধিক মানুষ। রবিবার সকালে এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মহম্মদ এ তথ্য জানান। শনিবার যে এলাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বেশ কয়েকটি সরকারি দফতর রয়েছে সেখানে ব্যাপক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই এলাকা খুবই জনবহুল। এখন পর্যন্ত কেউ এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। প্রেসিডেন্ট আল-শাবাব গোষ্ঠীকে দায়ী করেছেন, হামলাটিকে নৃশংস ও কাপুরুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য, এর আগে ৩০ জনের মৃত্যুর তথ্য দেওয়া হয়েছিল। আল-কায়েদা-সংশ্লিষ্ট আল-শাবাব গোষ্ঠী প্রায়ই রাজধানী মোগাদিশুকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। এর আগে ২০১৭ সালে, আল-শাবাব গ্রুপের দ্বারা একটি বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণে পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ এবং রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): ওয়েস্ট বেঙ্গল ফেডারেশন অফ ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশন (ওয়েবফাউনা) এবং গৌড়ীয় মিশনের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ এবং রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শনিবার অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে রাষ্ট্রসংঘের শান্তি অধ্যয়ন কেন্দ্র এবং মিশন কমপ্লেক্সে একটি গ্রন্থাগারও উদ্বোধন করা হয়।
লকাতার বাগবাজারে অবস্থিত গৌড়িয়া মিশন কমপ্লেক্সে এই পাঠাগারটি স্থাপন করা হয়েছে, এ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল মেলিন্ডা পাভেক, ব্রিটেনের ডেপুটি হাইকমিশনার নিকোলাস লা, নেপালের কনসাল জেনারেল যশোর রাজ পাউডেল, বিশিষ্ট লেখক অশোক ধর সহ গৌড়ীয় মিশনের মহারাজ এবং আচার্য শ্রীমদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে মিশনের সভাপতি গোস্বামী মহারাজ বলেন, মিশন প্রাঙ্গণে স্থাপিত লাইব্রেরি কলকাতাসহ সারা বিশ্বের মানুষকে বিশ্বে শান্তি ও মানবতার জন্য রাষ্ট্রসংঘের কাজ সম্পর্কে সচেতন করবে। তিনি বলেন, আমাদের বাস করার জন্য একমাত্র পৃথিবী রয়েছে এবং এতে বসবাসকারী মানবজাতি এবং মানবতার জন্য সমস্ত বিপদ বিদ্যমান। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হুমকি জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ। এটি মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব রোধে বিশ্বের দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। কার্বন নিঃসরণ ও দূষণের কারণে ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত মানবজাতি এবং অন্যান্য প্রাণীরা প্রতিনিয়ত অসুস্থ হয়ে পড়ছে। খাদ্য ব্যবস্থা, জৈবিক বৈচিত্র্য এবং জীবন বিশ্বব্যাপী হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে পৃথিবীতে প্রাণ বাঁচবে না। এটি কেবল মানবতার নয়, সৃষ্টির শেষ হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার হ্যালোউইন পার্টিতে পদপিষ্ট হয়ে মৃতের ১৫০, আহত বহু

সিওল, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ার হ্যালোউইন পার্টিতে হইহুল্লোড়ের মাঝেই ঘটল চরম বিপর্যয়। ভিড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ১৫০ জনের। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে।ঘিঞ্জি, সরু রাস্তায় জমজমাট হ্যালোউইন পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে। উপচে পড়েছিল মানুষের ঢল। মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন দেড়শোরও বেশি মানুষ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি পার্টিতে অংশগ্রহণকারী একাধিক সিওলবাসী। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা। শতাধিক অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছে গিয়েছে ঘটনাস্থলে। আনা হয়েছে একাধিক দমকলের ইঞ্জিনও।
সিওলের ইয়ংসান দমকল দফতরের আধিকারিক চই সিয়ং বিয়ম বলেন, 'সিওলের ইতেয়ন শহরের একটি ঘিঞ্জি এলাকায় শনিবার রাতে হ্যালোউইন পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে যান একাধিক মানুষ। শতাধিক মানুষ আহত। বহু মানুষকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন জরুরিভিত্তিক কর্মীরা। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।' দমকলের এই আধিকারিক জানিয়েছেন, ১৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, এখনও ৪৬টি দেহ ওই রাস্তাতেই পড়ে রয়েছে। বাকি দেহ উদ্ধার করাই সম্ভব হয়নি। জরুরি ভিত্তিতে ৪০০ জন উদ্ধারকারীকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। ১৪০টি গাড়ি উদ্ধারের কাজে পৌঁছে গিয়েছে ঘটনাস্থলে। সিওলের সমস্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন।সিওলের এই হ্যালোউইন পার্টির বিপর্যয়ের একাধিক ভিডিয়োয় ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়া ছয়লাপ হয়ে গিয়েছে। সারিবদ্ধ অ্যাম্বুল্যান্স, রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠছেন সকলেই। আহতদের একে একে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাস্তাতেই চলছে বহু মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা।

দেশে করোনাভাইরাসে একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): দেশে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের দুই হাজারের নীচে নেমে এসেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬০৪ জন। উৎসবের শেষে করোনা থেকে মুক্তির যে আশা দেখা যাচ্ছিল, সে আশা যেন ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে। উলটে ওমিক্রনের নয়া উপপ্রজাতি এক্সবিবি-র হানা বাড়িয়ে দিচ্ছে আশঙ্কা।স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৬০৪ জন। শনিবারের তুলনায় যেটা সামান্য বেশি। গতকালই দেশের দৈনিক আক্রান্ত ছিল দেড় হাজারের খানিক বেশি। সংক্রমণ বাড়লেও গত ২৪ ঘণ্টায় কমেছে অ্যাকটিভ কেস। দেশের সক্রিয় করোনা রোগী বর্তমানে ১৮ হাজার ৩১৭ জন। যা মোট আক্রান্তের মাত্র ০.৪ শতাংশ। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, ভারতে একদিনে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৮ জন। দেশে এখনও পর্যন্ত কোভিডে মোট মৃতের সংখ্যা ৫ লক্ষ ২৯ হাজার ১৬ জন। মারণ ভাইরাসের সঙ্গে লড়াইয়ে দেশজুড়ে বাড়ছে সুস্থতার হার। শুধু গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৮১ জন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৩৩ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে সুস্থতার হার ৯৮.৭৭ শতাংশ। অর্থাৎ সার্বিকভাবে দেশের পরিসংখ্যানে স্বস্তি মিলেছে।

ক্রীড়া

মেসি-নেইমার জাদুতে পিএসজির জয়

মেসি, নেইমার, এমবাপ্পে-এই ত্রয়ী যে দলে আছেন, সে দল যেকোনো মুহূর্তে খেলার রঙ বদলে দেবে; এটাই তো স্বাভাবিক। আজ পার্ক দে প্রিন্সেসে আরও একবার সেটা প্রমাণিত হলো। ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানে ত্রয়ার বিপক্ষে দুবার পিছিয়ে গিয়েও এই ত্রয়ীর অসাধারণ পারফরম্যান্সে ম্যাচটি ৪-৩ গোলে জিতেছে পিএসজি। বিশেষ করে জাদু দেখিয়েছেন মেসি ও নেইমার।

ম্যাচের বয়স তখন মাত্র ৩ মিনিট। পিএসজির মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসের গ্যালারি স্তব্ধ করে দিয়ে মামাদু বালদের গোলে এগিয়ে যায় ত্রয়া। গোল খেয়ে যেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে মরিয়া হয়ে ওঠেন লিওনেল মেসি, নেইমার ও এমবাপ্পেরা। ত্রয়ার রক্ষণে একের পর এক আক্রমণ করে যান।

২৪ মিনিটে এর ফলও পেয়ে যায় পিএসজি। নেইমারের অসাধারণ এক পাস থেকে বক্সের মধ্য থেকে দারুণ এক গোলে পিএসজিকে সমতায় ফেরান কার্লোস সোলের। পিএসজির হয়ে এটি তাঁর প্রথম গোল। আর নেইমারের এটি চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পিএসজির হয়ে ১১তম অ্যাসিস্ট।

প্রথমার্ধে এরপর ত্রয়ার রক্ষণে আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়ায় পিএসজি। কিন্তু গোল পায়নি। প্রথমার্ধটা যেখানে শেষ করেছিল, পিএসজি দ্বিতীয়ার্ধটা সেখান থেকেই শুরু করে। কিন্তু স্রোতের বিপরীতে গোল খেয়ে যায় পিএসজিই। এবারও ত্রয়ার গোলদাতা বালদে।

এবার অবশ্য গোল শোধ করতে খুব বেশি সময় নেয়নি পিএসজি। ৫৫ মিনিটেই দলকে সমতায় ফেরানো গোলটি করেন মেসি, বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে গোলটি তিনি করেছেন সের্হিও রামোসের পাস থেকে। পিএসজির হয়ে চলতি মৌসুমে এটি তাঁর ১২তম গোল।

৭ মিনিট পর স্কোরশিটে নাম লেখান নেইমার। বক্সের বাইরে থেকে মেসির দেওয়া পাসটি যখন তিনি নিয়ন্ত্রণে নেন, সামনে ছিল শুধু গোলকিপার। ত্রয়ার গোলকিপারের ডান পাশ দিয়ে বলটি অসাধারণ দক্ষতায় জালে পাঠান নেইমার। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের ১২তম গোল আর মেসির ১৩তম অ্যাসিস্ট। ত্রয়ার বিপক্ষে এরপর পিএসজির যেটুকু অপূর্ণতা ছিল, তা পূরণ হয়ে যায় ৭৭ মিনিটে। পেনাল্টি থেকে গোল করেন ত্রয়ীর আরেক সদস্য এমবাপ্পে। এরপর অবশ্য হুমকি হয়ে এসেছিল ৮৮ মিনিটে আন্তে পালাভেরসার ব্যবধান কমানো কম। কিন্তু ওইটুকুই, পালাভেরসার গোলে হারের ব্যবধানটা কমিয়ে শুধু ৪-৩ করতে পেরেছে ত্রয়া। পিএসজির মাঠ থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারেনি তারা।

সমালোচনা গায়ে মাখছে না পাকিস্তান দল

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হারের পর পাকিস্তানের সমালোচনা করেননি এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা টিম ম্যানেজমেন্ট ও অধিনায়ক বাবর আজমকে একহাত নিয়েছেন। সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার তো সরাসরি বলেই দিয়েছেন 'বাবর বাজে অধিনায়ক। টিম ম্যানেজমেন্টের মাথায় বুদ্ধি নেই।'

কিন্তু চারদিকে এত সমালোচনা হলেও তা কানে তুলছে না পাকিস্তান দল। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন পাকিস্তান দলের পেসার হারিস রউফ। মানুষের কথায় কান না দিয়ে মাঠের খেলাতেই বেশি মনোযোগ দিতে চান পাকিস্তানি পেসার, 'তাদের কাজই কথা বলা। যেকোনো খেলাতেই আপনার সমালোচনা শুনতে হবে। আমরা এই টুর্নামেন্টে খেলতে এসেছি, আমাদের মনোযোগ সেদিকে। এমনকি কখনো তাদের ইতিবাচক কোনো কথাও দলের কাউকে আঘাত করতে পারে, আর নেতিবাচক কথাতে কষ্ট তো পাবেই। তাই আমরা তাদের কথা কম শোনারই চেষ্টা করি।'

জিম্বাবুয়ে টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১তম। বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভে খেলা তুলনামূলকভাবে ছোট দলগুলোর একটি। তাদের বিপক্ষে হারে পাকিস্তানের সেমিফাইনাল স্বপ্ন এখন খাদের কিনারায়। বাকি ম্যাচগুলোয় এখন শুধু পাকিস্তানের জিতলেই চলবে না, ভারতের জয় আর জিম্বাবুয়ের হারের প্রার্থনাও করতে হবে।

তাই মানসিকভাবে বাবর আজমের দল অনেকটাই ভেঙে পড়েছে বলেই ধারণা। তবে রউফের দাবি দলের মনোবল আছে আগের মতোই, 'আমরা যেভাবে শুরু করতে চেয়েছিলাম সেভাবে হয়নি। তবে আমরা এখনো আত্মবিশ্বাসী। আমরা একসঙ্গে বসে ভুলগুলো চিহ্নিত করেছি।'

২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নামিবিয়া হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। ইংল্যান্ড হেরেছে আয়ারল্যান্ডের কাছে। আর গত বৃহস্পতিবার পাকিস্তান হেরেছে জিম্বাবুয়ে কাছে। এবারের বিশ্বকাপকে তাই অনেকেই বলছেন অঘটনের বিশ্বকাপ। কোনো দলকেই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। রউফও সে কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'বিশ্বকাপে কোনো ছোট-বড় দল নেই। এই টুর্নামেন্টে যারাই খেলছে, তারাই চ্যাম্পিয়ন হতে এসেছে।'

কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি

দিন কয়েক আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হয়েছেন। তার উপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দারুণ ছন্দে রয়েছেন রোহিত শর্মা। বেজায় খুশি রজার বিন্নী। জিম্বাবোয়ের কাছে পাকিস্তানের হার তাঁর খুশির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, ছোট দলগুলির উঠে আসা তাঁকে বেশি আনন্দ দিচ্ছে।

বাবর আজমদের হারের পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে দেখছেন না তিনি। এক সাক্ষাৎকারে বিন্নী বলেছেন, "আমার মনে হয়, যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে পাকিস্তানের কাজটা খুবই কঠিন। ওদের সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা মোটেও সহজ নয়।" বিন্নীর পর্যবেক্ষণ, বাবরদের সামনে সামান্য খারাপ ক্রিকেট খেলারও আর সুযোগ নেই। প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে শেষ বলে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে জিম্বাবোয়ের কাছে ১ রানে হেরেছে পাকিস্তান। বিশ্বকাপে বাবরদের পারফরম্যান্স নিয়ে তীব্র সমালোচনা চলছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন সে দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। ভারতীয় বোর্ড সভাপতির মন্তব্য, পাকিস্তানের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতেই পারে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ে, আয়ারল্যান্ডের মতো খাতায় কলমে ছোট দলগুলোর সাফল্য খুশি করেছে বিন্নীকে। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য বলেছেন, "ছোট দলগুলো উঠে আসছে। এটা দারুণ ব্যাপার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ে, আয়ারল্যান্ড নিজেদের প্রমাণ করেছে। ছোট দল বলে এখন আর কাউকেই হালকা ভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। যে কোনও দলকেই ওরা সহজে হারাতে পারে।"

বিসিসিআই সভাপতি মনে করছেন তথাকথিত ছোট দলগুলোর সাফল্য ক্রিকেটের প্রসারের জন্য ইতিবাচক। আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবোয়ের সাফল্য আরও অনেক দেশকে ক্রিকেট খেলতে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি এই দেশগুলোর তরুণ প্রজন্মও ক্রিকেটে আগ্রহী হবে। তাতে লাভবান হবে খেলাটাই।

এ বারের বিশ্বকাপে একাধিক অঘটন ঘটে গিয়েছে এর মধ্যেই। দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ মূলপর্বের যোগ্যতাই অর্জন করতে পারেনি। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়েছে আয়ারল্যান্ড। জিম্বাবোয়ের কাছে হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভাল ক্রিকেট খেলে মূলপর্বে উঠেছে নেদারল্যান্ডসও। খাতায়-কলমে এই ছোট দলগুলোর সাফল্যে উৎসাহিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি।

শুধু ছোট দলগুলোর ভাল পারফরম্যান্সই নয়, বৃষ্টিও এ বারের বিশ্বকাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। বদলে দিচ্ছে পয়েন্ট টেবিলের সমীকরণ। যেমন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নিশ্চিত জয় বৃষ্টির জন্য মাঠে ফেলে আসতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। সব মিলিয়ে প্রথম সপ্তাহেই জমে উঠেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

ব্রুইনের গোলে জয় ম্যান সিটির, ধরাশায়ী চেলসি

অসুস্থতার কারণে শেষ পর্যন্ত আর্লিং হালান্ডকে ছাড়াই শনিবর ইপিএলে লেস্টার সিটির বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। কিন্তু তাতেও জয় পেতে সমস্যা হল না পেপ গুয়ার্দিওলার দলের। ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া কেভিন দ্য ব্রুইনের চোখধাঁধানো ফ্রি-কিক থেকে করা গোলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয়ে যায় ম্যান সিটির। ১২ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এল তারা। ম্যাচের পরে যে গোল নিয়ে উল্লসিত ম্যান সিটি ম্যানেজার পেপ বলেছেন, "কেভিনের থেকে এমন গোল খুব প্রত্যাশিত। আমরা সকলেই জানি, মাঠে নেমে ও কী করতে পারে।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলে সবুজ সংঘকে গোলের মালা ত্রিবেনীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। সবুজ সংঘকে গোলের মালা পরালো ত্রিবেণী সংঘ। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ। খেলা নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে। ত্রিবেণী সংঘ ১১-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে সবুজ সংঘকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে অভিজিৎ দে এবং জয়ন্ত সারেনের জোড়া হ্যাটট্রিক, এছাড়া, ভত্র সাধন জমাতিয়ার জোড়া গোল উল্লেখযোগ্য। কুন্তল জমাতিয়া, সাইলাক দেববর্মা ও সান্ত জয় রিয়াং একটি করে গোল করেছে। বিজয়ী দল প্রথমার্ধে ৬-০ গোলে এগিয়ে ছিল। বিজিত সবুজ সংঘের পক্ষে সমিত ত্রিপুরা একমাত্র গোলটি করেন খেলার আটচল্লিশ মিনিটের মাথায়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি অভিজিৎ দাশ, খোকন সাহা, প্রীতম পাল ও হরি শর্মা।

অনূর্ধ-১৩ রাজ্য দাবা সম্পন্ন চ্যাম্পিয়ন আয়ুষ ও অর্শিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। রাজ্য সেরার স্বীকৃতি পেল আয়ুষ সাহা এবং অর্শিয়া দাস। রাজ্য ভিত্তিক অনূর্ধ-১৩ দাবা প্রতিযোগিতায়। রবিবার এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে হয় আসর। তাতে বালক বিভাগে ১৩ জন এবং বালিকা বিভাগে ৯ জন দাবাড়ু অংশ নেয়। আসরে অপরাজিতভাবে সেরা হয়েছে আয়ুষ সাহা এবং অর্শিয়া দাস। বালক বিভাগে ৪ রাউন্ডের শেষে সাড়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে আয়ুষ সাহা প্রথম, ৩ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে মেহেকদ্বীপ গোপ দ্বিতীয়, দেবজিৎ দে তৃতীয়, শাক্য সিংহ মোদক চতুর্থ এবং আড়াই পয়েন্ট নিয়ে সোমরাজ সাহা পঞ্চম স্থান দখল করে। বালিকা বিভাগে প্রত্যাশিতভাবেই ৪ রাউন্ড শেষে পুরো ৪ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিষ্ময় বালিকা অর্শিয়া দাস। ৩ পয়েন্ট পেয়ে বিলোনিয়ার অদৃজা দেবনাথ দ্বিতীয়, আড়াই পয়েন্ট নিয়ে আরাধ্য দাস তৃতীয়, সমৃদ্ধি ঘোষ চতুর্থ এবং ২ পয়েন্ট পেয়ে উদয়পুরের রাধিকা মজুমদার পঞ্চম স্থান দখল করে। খেলা পরিচালনা করেন আরবিটার অনুপম ভট্টাচার্য।

একতা দিবসে ফিট ইন্ডিয়া বাইক রান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ফিট ইন্ডিয়া বাইক রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার। সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে। পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে। আজ, রবিবার সকাল সাড়ে ৬ টায় রাজবাড়ি স্টেট মিউজিয়ামের সামনে থেকে শুরু হয়েছিল ৩ কিমি এই বাইক র‍্যালি। শহরের বিভিন্ন রাজপথ অতিক্রম করে তা শেষ হয়েছে উমাকান্ত একাডেমীর প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠান শুরুর মুহূর্তে অন্যান্যদের মধ্যে ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য, পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় প্রমূখ উপস্থিত থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর রেলির শুরুর ঘোষণা করেন। আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সেক্রেটারি অশোক পাল এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জাতীয় মহিলা সিনিয়র ক্রিকেটে হিমাচলে হেরে বিদায় ত্রিপুরার

ত্রিপুরা: ১১৩/৮ (২০ ওভার)
হিমাচল: ১১৫/৩ (১৬.১ ওভার)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। স্বপ্ন পূরণ হলো না ত্রিপুরার। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হচ্ছে ত্রিপুরা দলকে। সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে গ্রুপ লীগের আসরে দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করে ত্রিপুরায় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছিল। দীর্ঘ সাত দিন বিরতির পর আজ রবিবার হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মহিলা ক্রিকেট দল সাত উইকেটে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে হয়েছিল ম্যাচ। টস জিতে হিমাচল প্রদেশের দলনেত্রী হার্লেন দেউল প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ত্রিপুরা দলকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ত্রিপুরার মহিলা ক্রিকেট দল ৮ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে মামুন রবিদাস সর্বাধিক ৩২ রান পায়। নিকিতা দেবনাথ সংগ্রহ করে ২৭ রান। মামুন ৩২ বল খেলে একটি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে ৩২ রান সংগ্রহ করে। নিকিতা ২৫ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ২৭ রান পায়। এছাড়া, অম্বিকা দেবনাথের ১৭ রান ও ওপেনার ঝুমকি দেবনাথের ১২ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। হিমাচল প্রদেশের প্রাচী চৌহান এবং সুস্মিতা কুমারী দুটি করে পাশাপাশি অনিশা আনসারী ও হার্লেন দেউল একটি করে উইকেট পান। জবাবে হিমাচল প্রদেশ ১৬ ওভার ১ বল খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সুষমা ভার্মা ও দলনেত্রী হারলেন দেউলের জুটি দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে দেয়। সুষমা ৩৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সহযোগে ৪০ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। হার্লেন ২৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি সহ ৩৩ রান এবং মিনা চৌধুরীর অপরাজিত চৌদ্দ রানও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ওপেনার নিকিতা চৌহান পেয়েছে ১৭ রান। রাজ্য দলের বোলার মামন রবিদাস, পূজা দাস ও পল্লবী একটি করে উইকেট পেয়েছে।

রাজ্য ইন্ডোর কাবাডি সম্পন্ন সেরা উত্তর ও সিপাহীজলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। রাজ্য সেরা হলো উত্তর এবং সিপাহীজলা জেলা। প্রথম বর্ষ রাজ্য জুনিয়র ইন্ডোর কাবাডি প্রতিযোগিতায়। দুদিনব্যাপী রাজ্য আসর রবিবার শেষ হয় এন এস আর সি সি-র কাবাডি হলঘরে। মনোরম পরিবেশের মধ্যে এবারের আসর অনুষ্ঠিত হলো। আসরে বালকদের সেমিফাইনালে পশ্চিম জেলা 'এ' ৩৫-৩২ পয়েন্টে পশ্চিম জেলা 'বি' দলকে এবং উত্তর জেলা ৪৩-৩৩ পয়েন্টে গোমতি জেলাকে পরাজিত করে ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে। ফাইনালে উত্তর জেলা পরাজিত করে পশ্চিম জেলা 'এ'কে। ওই বিভাগে তৃতীয় স্থান দখল করে গোমতি জেলা। বালিকাদের সেমিফাইনালে পশ্চিম জেলা 'বি' ৪৪-২১ পয়েন্টে ঊণকোটি জেলাকে এবং সিপাহীজলা জেলা ৫১-১৬ পয়েন্টে গোমতি জেলাকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে। ফাইনালে সিপাহীজলা জেলা ৪৭-৩৪ পয়েন্টে পশ্চিম জেলা 'বি'কে পরাজিত করে রাজ্য সেরা হয়। তৃতীয় স্থান দখলের লড়াইয়ে ঊণকোটি জেলা ৫১-৩২ পয়েন্টে গোমতি জেলাকে পরাজিত করে। ফাইনাল শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। তাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী এবং পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। এবারের আয়োজন নিয়ে খুশি বিভিন্ন জেলা থেকে আসা খেলোয়াড়রাও। আগামীদিনেও এমন আসর করার জন্য উদ্যোক্তাদের কাচে অনুরোধ করেছেন অংশ নেওয়া খেলোয়াড়রা। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উদ্যোক্তা কমিটির সচিব তনয় দাস।

প্রান্তীয় খেলকুদ প্রতিযোগিতা, ২ বিভাগে ত্রিপুরা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। জাতীয় আসর হবে ডিসেম্বরে। ২৮ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় আসর হবে উত্তর প্রদেশে। অখিল ভারতীয় কল্যাণ আশ্রমের ২৩ তম রাষ্ট্রীয় জনজাতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্গত প্রান্তীয় খেলকুদ প্রতিযোগিতায়। রবিবার বিলোনিয়ার বি কে আই মাঠে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য আসর। খো খো প্রতিযোগিতার। আসরে বালক বিভাগে দক্ষিণ জেলা ১ ইনিংস এবং ৩ পয়েন্টে সিপাহীজলা জেলাকে এবং বালিকা বিভাগে দক্ষিণ জেলা ১৫-২ পয়েন্টে পশ্চিম জেলার সুরেন্দ্রনগর স্কুলকে পরাজিত করে রাজ্য সেরা হয়। আসর শেষে দুই বিভাগেই রাজ্য দল গঠন করা হয়। বালক: রাজেশ ত্রিপুরা, আকাশ মগ, রূদবেল ত্রিপুরা জয় ত্রিপুরা, সুরজিৎ ত্রিপুরা, জীবন ত্রিপুরা, অমিত ত্রিপুরা, প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা, জাহির ত্রিপুরা, বিনোন্দ রিয়াং, সমর হরি মলশুম, মনোজ ত্রিপুরা, সমীর দেববর্মা, (বালিকা)সুপ্রিয়া ত্রিপুরা, প্রীয়াঙ্কা মুন্ডা, সুমিতা ত্রিপুরা, রিঙ্কি ত্রিপুরা, পুনিতা ত্রিপুরা, হামারি দেববর্মা, নিশা দেববর্মা, রংশ্মিতা ত্রিপুরা, লবি দেববর্মা, উর্মিলা মুন্ডা, প্রীয়াঙ্কা ত্রিপুরা, শিয়রী দেববর্মা এবং খুমপুই দেববর্মা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

দলীয় কর্মীদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। প্রতি মাসের শেষ রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশবাসীর সঙ্গে বাক্যলাপের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু বিষয়ে বার্তা দেন মন কি বাতের মাধ্যমে। অক্টোবর মাসের শেষ রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত দলীয় নেতৃত্ব ও কার্যকরতাদের সঙ্গে শোনেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এদিন ৮ টাউন বড়দোয়ালী মণ্ডলের অন্তর্গত ৩৫ নাম্বার বুথে সকলের সঙ্গে মন কি বাত শোনেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রত্যেকে এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। এবারের মন কি বাতে বড় প্রাপ্তি প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। বায়ো ভিলেজের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। দীর্ঘ দিন ধরে রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের উপর কাজ করছে। একে আগামী দিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ছট পুজো উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। সূর্য দেবতা প্রণাম করে বলেন, সাধারণ মানুষের ওপর সূর্য দেবতার কৃপা অসীম। সৌর শক্তিকে ব্যবহার করে ভারতের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। মন কি বাত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ক্রমেই সৌর বিদ্যুৎ মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠছে। আগে বিহার ও পার্শবর্তী দু-একটি রাজ্যের মধ্যেই ছটপুজো সীমাবদ্ধ থাকত। এখন সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছটপুজো হয়। ছটপুজোর অর্থ হল সূর্য দেবতার পুজো। সৌর শক্তির উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শোলার পাম্পের প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন। বেনিফিসেয়ায়ীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। বিদ্যুৎ একটা বড় সমস্যা। দুর্গম এলাকা গুলিতে সৌর শক্তির ব্যবহার বাড়ানো গেলে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। এগুলিকে কাজে লাগাতে হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। জনজাতিদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দিকটিও তুলে ধরেছেন। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আই আই টি গুলি এক প্ল্যাটফর্মে এসেছে। মন কি বাতের মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশকে চেনা যায় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বিকাশ মেলার মাধ্যমে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে : তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। প্রান্তিক জনপদের অন্তিম ব্যক্তির কাছে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে রাজ্যে শুরু হয়েছে প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযান। এই অভিযানে এখন পর্যন্ত ব্লক, গ্রাম পা'য়েত ও এডিসি ভিলেজ স্তরে সুশাসন শিবির এবং বিকাশ মেলার মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে বিভিন্ন সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে এই অভিযান মিশন মুডে রূপায়িত হচ্ছে। আজ ধলাই জেলাশাসক কার্যালয়ে প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনায় সভায় তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী বলেন, বিকাশ মেলা ও সুশাসন শিবিরের মাধ্যমে আরও বেশি করে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সভায় তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী যেসব পা'য়েত ও ভিলেজে প্রথম পর্যায়ে বিকাশ মেলা হয়েছে সেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিকাশ মেলা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপা দাস পাল, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, আমবাসা পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মমতা দাস, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলাশাসক মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

পর্যালোচনা সভায় তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব পি কে চক্রবর্তী প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় জানানো হয়েছে, ধলাই জেলায় বিকাশ মেলার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৬,৭৬১ জনকে আধার কার্ড, ৩,৩১৪ জনকে পিআরটিসি, ৪,৮৬২ জনকে ইনকাম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৪,৫৫৩ জনকে পাকা আবাস নির্মাণের ম'রি, জল জীবন মিশনে ৪,৮২৩টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ, ২,৪১০ জনকে আয়ুমান ভারত কার্ড দেওয়া হয়েছে। জেলায় পিএম কিষাণ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ৩,৯৯৮ জন ক'ষককে। তাছাড়াও কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে ৮৪৭ জনকে। মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ যোজনায় জমি দেওয়া হয়েছে ৮৯ জন চা শ্রমিককে। অটল পেনশন যোজনার সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৯২৮ জনকে।

ভাল্লুকিয়াটিলা এলাকায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উদ্ধার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। রাজধানীর ভাল্লুকিয়া টিলা এলাকা থেকে নেশা গ্রস্ত অবস্থায় উদ্ধার এক যুবক। পুলিশ অফিসার জানান উদ্ধার হওয়া যুবকের নাম সুজিত দাস, বয়স ২২ বছর। ঘটনার বিষয়ে জানাতে গিয়ে এক পুলিশ অফিসার জানান রবিবার সকালে এলাকার লোকজন থানায় ফোন করে জানায় ভাল্লুকিয়া টিলা এলাকায় রাস্তার পাশে শনিবার রাত থেকে এক যুবক নেশা গ্রস্ত অবস্থায় পরে রয়েছে। সেই মোতাবেক পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ দেখতে পায় ঐ যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। তার পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে কি ভাবে সে পায়ে আঘাত পেয়েছে জানা যায়নি। পরবর্তী সময় পুলিশ ঐ যুবকের পরিবারের লোকজনদের সাথে যোগাযোগ করে। ঐ যুবকের পরিবারের লোকজনরা ঘটনাস্থলে আসার পর তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ পুলিশ অফিসার আরও জানান উদ্ধার হওয়া যুবকের নাম সুজিত দাস, বয়স ২২ বছর। প্রায় সময়ই সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। জানা গেছে নেশার টাকার জন্য সে অনেক সময় চুরিও করে।

জৈব বৈচিত্র্য রক্ষায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। জৈব বৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে। বন্যপ্রাণী ছাড়াও প্রক'তি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে গতকাল রাজ্যভিত্তিক বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। বন দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের পিকনিক গ্রাউণ্ডে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পর্যটনের ক্ষেত্রেও বন্যপ্রাণী ও অভয়ারণ্যের আকর্ষণ রয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রক'তিতে বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে আগামী প্রজন্মকে আরও সচেতন করে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের ওয়ার্ডেন বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন প্রবীন আগরওয়াল। রাজ্যভিত্তিক বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। স্থানীয় শিল্পীগণ হজাগিরি, বিহু, মসক সুমানি নৃত্য পরিবেশন করেন। রাজ্যভিত্তিক বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ক্যুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়।

মানিব্যাগ ছিনতাই করতে গিয়ে জিবি হাসপাতালে গণধোলাই খেল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। এ জি এম সি হাসপাতালের সামনে মানিব্যাগ চুরি করে পালানোর জনতার হাতে আটক এক চোর। অন্যদিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সঙ্গে অপর চোর। এরপর জনরোষের মুখে আটক চোর। পরে তার আত্মীয়রা কোন ক্রমে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করায়। জনরোষের মুখে পড়া চোরের নাম সুজিত দাস। বাড়ি বাবুল চৌমুহনী। বর্তমানে জিবিতে চিকিৎসাধীন সে। জানা যায় রবিবার দুই চোর মিলে এ জি এম সি-হাসপাতালের সামনে থেকে মানিব্যাগ ছিনতাই করে পালাতে যায়। দুই ছিনতাই বাজের মধ্যে একজন পালিয়ে গেলেও একজনকে আটক করতে সক্ষম হয় উপস্থিত জনতা। এরপর জনরোষের মুখে সুজিত। ব্যাপক মারধরে আহত হয়। তার পায়ে আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে।

ডাক্তারের চেম্বারে চুরি, গ্রেপ্তার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহরের চিকিৎসক ডাক্তার মৃদুল দাসের চেম্বারে চুরির ঘটনার কিনারা করতে সক্ষম হল পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।

সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় কুমার দাস জানান ২৩ অক্টোবর রাতে ডাক্তার মৃদুল দাসের চেম্বার থেকে বেশকিছু বিদ্যুতিন সরঞ্জাম চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। ২৪ অক্টোবর ডাক্তার মৃদুল দাস থানায় মামলা দায়ের করেন। থানায় মামলা দায়ের হওয়ার পর পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে দিপ ভট্টাচার্য নামে এক চোরকে আটক করে। ধৃত চোরের কাছ থেকে চুরি যাওয়া বেশকিছু সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। তিনি আরও জানান ধৃত দিপ ভট্টাচার্যর সাথে আরও বেশ কয়েকজন এই চুরির ঘটনার সাথে যুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত দিপ ভট্টাচার্য বেশ কয়েকজনের নাম জানিয়েছে। ধৃত দিপ ভট্টাচার্যকে পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে। পাশাপাশি এই চুরির ঘটনার সাথে জড়িত বাকিদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে। একই সাথে চুরি যাওয়া বাকি সামগ্রী গুলি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

বিপুল উদ্দীপনায় পালিত ছট পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। রবিবার সূর্যদেব ও ছট মাকে অর্ঘ্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে ছট পুজো উৎসবের আয়োজনে ব্রতী হলেন হিন্দিভাষী মানুষেরা। এই পার্বণ দেশের বিভিন্ন রাজ্য সহ প্রবাসী ভারতীয়দের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রচারিত হয়েছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে দীপাবলি পালনের পর চারদিনের এই ব্রত শুরু হয় কার্তিক শুক্ল চতুর্থী থেকে। চলে সপ্তমী অবধি। মূলত সূর্য ষষ্ঠী ব্রত হওয়ার দরুন একে ছট বলা হয়। পুকুর কিংবা নদীর ঘাটে গিয়ে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে পুজোর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় রবিবার বিকেলে। তিথি অনুযায়ী এই উৎসব চলবে সোমবার বিকেল পর্যন্ত। এই ছট পুজোর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সাথে আগরতলাতেও পালিত হয়। কার্তিক মাসের শুক্ল ষষ্ঠীর বিকেলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়ির মহিলা সদস্যরা কোমর জলে দাঁড়িয়ে সূর্যদেব ও সূর্যের সহধর্মিনী ঊষা অর্থাৎ ছট মাকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। আবিরের রং, বাজি পটকার সাথে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে গানের তালে তালে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে হিন্দিভাষী মানুষের এই উৎসব উদযাপন করতে দেখা যায়।

এদিন রাজধানীর রানীর পুকুরে ছট পূজাকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। মূলত ছট মায়ার সঙ্গে প্রকৃতি, জল ও বাতাসেরও পূজা করেন ব্রতিরা। আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে ছট পূজাকে কেন্দ্র করে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় রানীর পুকুরে। ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার , বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস সহ অন্যান্যরা।

তেলিয়ামুড়ায় প্রয়াত দুই সাংবাদিকের স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ার প্রয়াত দুই সাংবাদিক পবন পোদ্দার এবং ব্রতীন ভট্টাচার্যের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার তেলিয়ামুড়া ডাক বাংলোতে। এদিনের এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়।

এছাড়াও ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌরপিতা রূপক সরকার, সহ পৌরপিতা মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়ার বিশিষ্ট সংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব মনোরঞ্জন গোপ সহ টি.জে.ইউ খোয়াই জেলা ও তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সমস্যরা। তাছাড়া প্রয়াত দুই সাংবাদিকের পরিবারকেও এদিনের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে একে একে সকলে তেলিয়ামুড়ার প্রয়াত দুই সাংবাদিকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী রায় তেলিয়ামুড়ার প্রয়াত দুই সাংবাদিক যথাক্রমে পবন পোদ্দার ও ব্রতীন ভট্টাচার্যের স্মরণে কিছু আলোচনা রাখেন।